* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD NO C 1080

সর্দি ও কাশিতে দুলালের তালমিছরী

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ২৪৩ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ৭ পৌষ, ১৩৭৮ (২ পৌষ, ১৮৯৩ শক) | Thursday, December 23, 1971

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

মুজিব মুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-বন্দী

রাওয়ালপিণ্ডি, ২২ ডিসেম্বর—শেখ মুজিবর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন গৃহবন্দী। আজ এই খবর দেয় পাক বেতার।

গতকাল রাত্রেই নয়া পাক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ওঁকে শীগগির কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হবে। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, মুজিবর এখনও বেঁচে আছেন এবং তিনি সুস্থ।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হাফিজ পীরজাদা বলেছেন, ৫১ বছর বয়স্ক মুজিবকে কোথায় রাখা হয়েছে তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না।

ভুট্টো তাঁর মন্ত্রিসভায় পীরজাদাকে তথ্যমন্ত্রী করবেন।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেছেন, শেখ মুজিবর রহমানের বিষয়টির নিষ্পত্তি তিনি করতে চান.

তিনি আরও বলেছেন, শেখ মুজিবকে গৃহবন্দী করে রাখাটা হবে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন: দেশদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অভিযোগে

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভুট্টো মসকো-পিকিং যাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোসাহেব জানিয়েছেন, শিগগিরই তিনি মসকো ও পিকিং যাবেন। তবে তার আগে ফয়সালা করবেন 'পূর্ব পাকিস্তান' সমস্যার।

তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেছেন, মসকো ও পিকিং-এ গিয়ে তাঁর পক্ষে যাতে বিশদে আলোচনা করা সম্ভব হয়, তার জন্য তিনি তিনটি কাজ আগে সেরে ফেলতে চান। এক, মুজিবর রহমানের ব্যাপারটি নিষ্পত্তি; দুই, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান; আর তিন, 'ভারতীয় আক্রমণে'র ব্যাপারে একটা হেস্ত-নেস্ত।

জনাব ভুট্টোর বক্তব্য: ভারতীয় "আগ্রাসন" বন্ধ না হলে কোন সমাধানই টিঁকতে পারবে না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের "প্রকৃত নেতাদের" সঙ্গেই শুধু কথাবার্তা বলবেন।

ভুট্টোসাহেব তিন দিন আগে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে নিয়ে বড় গলায় বলেছিলেন—দেশে গণতন্ত্র কায়েম করবই। কিন্তু এখনও তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামই ঘোষণা করে উঠতে পারেননি। সুতরাং তাঁকে এবং তাঁর সরকারকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা এখন দূর অস্ত।

তাঁর দুই পূর্বসূরী শ্রীইস্কানদার মিরজা ও জেঃ আয়ুব খানের সামরিক আইন প্রশাসনের আমলেও মন্ত্রিসভা ছিল। জেঃ ইয়াহিয়া খানও তাঁর আমলে বেশ কিছুকাল মন্ত্রীদের নিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন।

শ্রীভুট্টো তাঁর বেতার ভাষণে আমলাতন্ত্রের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, জনগণের স্বার্থে আমলারা কাজ করে না। কিন্তু সেই আমলাতন্ত্রকেই, মনে হয়, তিনি জোরদার করেছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সেকরেটারি জেনারেল হিসাবে তিনি নিয়োগ করেছেন শ্রীআজিজ আমেদকে। শ্রীআমেদ এক সময় ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব। ওই সময়ে জনস্বার্থের প্রতি তাঁর চরম ঔদাসীন্য সর্বজনবিদিত। শ্রীআমেদ পরে ১৯৬৩-৬৫ সালে পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন। ওই সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন স্বয়ং ভুট্টো সাহেব।

শ্রীভুট্টোর আর একটি প্রশাসনিক কাজ হল—পুলিশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে অসামরিক ব্যক্তি শ্রী জি আমেদের সঙ্গে পরামর্শ।

এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে, শ্রীভুট্টো আজ তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট অবশ্য নিজের হাতে রাখবেন পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও আন্তঃপ্রাদেশিক সমন্বয় দফতর।

প্রেঃ ভুট্টো এ কথা পরিষ্কার করে

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

বুধবার বিকালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দকে হাজার হাজার মানুষ সংবর্ধনা জানান। ছবিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমেদকে দেখা যাচ্ছে। চিত্র—তারাপদ ব্যানারজি

রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের বিপুল অভ্যর্থনা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—শত্রুমুক্ত ঢাকায় আজ বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এসে পৌঁছলে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের বীরোচিত সংবর্ধনা জানায়। তেজগাঁও এয়ার পোরট থেকে শহর ঢাকার দুদিকে হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনি ওঠে: জয় বাংলা। জয় ইন্দিরা। জয় মুজিব। ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অটুট হোক। শেখ মুজিবের মুক্তি চাই।

আজ ঢাকা বন্ধনমুক্তির আনন্দে আবার উদ্বেল। গত এপ্রিলের এক নিদাঘতপ্ত দুপুরে মুজিবনগরের আম্রকুঞ্জে স্বাধীনতার যে তামস তপস্যা শুরু হয়েছিল আজ ডিসেম্বরের সূর্যোকরোজ্জ্বল অপরাহ্নে বুড়ি গঙ্গার তীরে সে মুক্তিযজ্ঞের শেষ আহুতি পড়ল। দুর্জয় দুঃসহ তপস্যার শেষে লক্ষ শহীদের রক্তে-ভেজা পথ ধরে নেতারা আজ পৌঁছলেন ঢাকা শহরে। তোপখানা রোডে সেকরেটারিয়েট শীর্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর থেকে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। সেই পতাকার দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীনের চোখ সজল হয়ে উঠল। কত শহীদের রক্তের মূল্যে কেনা এই পতাকা। আর আজ এই বিজয় উৎসবের দিনে তাঁদের নেতা শেখ মুজিব তাঁদের সঙ্গে নেই।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে

আজ সকাল থেকে ঢাকার সব পথ গিয়েছিল তেজগাঁও বিমানবন্দরের

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

'আব্বা আবার ফিরে আসবে'

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—আজ ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের স্বাগত জানাবার জন্য যে অগণিত জনতা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিল: রাসেল...মুজিবর রহমানের ছ' বছরের ছেলে। বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে সে এসেছে তার দিদি ও দাদাদের সঙ্গে। রাসেল বলল, ২৫ মারচ পাক সৈন্যরা তার আব্বাকে যখন ধরে নিয়ে যায়, তখন যাবার আগে আব্বা তাকে আদর করে বলেছিল, 'আব্বা আমি যাই।' রাসেলের দৃঢ় বিশ্বাস, আব্বা আবার ফিরে আসবে—খুব শিগ্গির।

আজ শীত বাড়বে

স্টাফ রিপোরটার

আজ বৃহস্পতিবার রাতে শীত একটু বাড়বে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছেন। আকাশ পরিষ্কারই থাকবে। বুধবার কলকাতায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুই তাপাঙ্ক ছিল স্বাভাবিক—২৬.৮ ডিঃ সেঃ ও ১৩.৯ ডিঃ সেঃ।

পূর্বোত্তর পরিষদ বিল লোকসভায় অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—লোকসভায় আজ পূর্বোত্তর পরিষদ বিল অনুমোদিত হয়েছে। এই বিলে ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকার জন্য পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর—ভারতীয় উপমহাদেশে এক স্থায়ী যুদ্ধ-বিরতি এবং সর্বপ্রকার বৈরিতার অবসানের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গত রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধবিরতি পালন এবং তা বলবৎ রাখারও দাবি জানানো হয়েছে।

এই প্রস্তাবটির পক্ষে পড়ে ১৩টি ভোট বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি। ২ জন অনুপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-পাক সংঘর্ষ সম্পর্কীয় বিতর্কে বরাবর ভারতকে সমর্থন এবং তিন তিনবার ভেটো প্রয়োগ করলেও এবারে অনুপস্থিত ছিলেন। অপর অনুপস্থিত দেশহল পোল্যানড।

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হলে পরিষদের প্রেসিডেন্ট ইসমেল টেলর কামারা ঘোষণা করেন যে, দীর্ঘকাল আলোচনার পর একটা সমঝোতায় উপনীত হয়ে এই প্রস্তাবটি রচিত হয়েছে।

এই প্রস্তাবটি আরজেনটিনা, বুরুনডি জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়ারা লিওন এবং সোমালিয়া একযোগে উত্থাপন করেন।

পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ না করেই নিরাপত্তা পরিষদ আজ ভারতীয় সময় সকাল ৯-৬ মিনিটে মুলতুবি রাখা হয়। —রয়টার

রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন মহাসচিব

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২১ ডিসেম্বর—নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অস্ট্রিয়ার ডঃ কুরট ভালডহাইম আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি হবেন রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর্থ মহাসচিব।

ডঃ ভালডহাইমের পক্ষে হয় ১১ ভোট বিপক্ষে এক ভোট, তিনজন অনুপস্থিত ছিলেন।

ডঃ ভালডহাইমের বয়স ৫৩। গত শুক্রবার থেকে এই পদে নিয়োগের জন্য ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

ভারত পঃ পাকিস্তানকে বাংলাদেশ দখল করতে দেবে না

জে কে ব্যানারজি

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর—এখন অথবা ভবিষ্যতে, একা বা অন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে আবার বাংলাদেশ দখল করতে ভারত দেবে না। আজ সকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীস্বর্ণ সিং ওই কথা বলেন। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী যখনই বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার করে নেবেন, তখনই সেখান থেকে ভারতীয় সৈন্য সরে আসবে।

সীমান্ত থেকে সৈন্য সরে আসা পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধবিরতি পালনের দাবি জানিয়ে কাল রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, শ্রীসিং সে সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, ওই প্রস্তাবটিতে পরোক্ষভাবে এখনই সৈন্যাপসারণ অবাস্তব বলে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্রীস্বর্ণ সিং আরও বলেন, ভারতীয় সৈন্য কিছুকালের জন্য বাংলাদেশে থাকবে। স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায় এদের সাহায্য নতুন সরকারের প্রয়োজন।

বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নব কংগ্রেসের মিলন

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তবে নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হয়নি। বুধবার দলের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, গত ১৮ ডিসেম্বর তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি এবং অন্যান্য নেতাদের আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

অজয়বাবু আরও জানান, তাঁর দলের কর্মপরিষদের ১২ ডিসেম্বরের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং বাংলা কংগ্রেসের জেলা কমিটিগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গত ১৯৬৬ সালের মে মাসে অজয়বাবু শ্রীসুশীল ধাড়াকে নিয়ে বাংলা কংগ্রেস দল গঠন করেন। বিগত অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর বাংলা কংগ্রেস দুভাগ হয়। এখন ধাড়াপন্থী বাংলা কংগ্রেস দলই রইল।

ক'দিনে এক লক্ষ শরণার্থী ফিরে গিয়েছেন

স্টাফ রিপোরটার

সরকারী উদ্যোগে পয়লা জানুয়ারি থেকে শরণার্থীদের বাংলাদেশে পাঠানোর কাজ শুরু হবে।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মুখপাত্র এই খবর জানান। তিনি বলেন, অবশ্য ইতিমধ্যে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে এক লক্ষের মত শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। কেবলমাত্র চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা থেকে গিয়েছেন পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি।

ফিরে যাওয়ার সময় শরণার্থীদের কিছুদিনের রেশন ও কিছু নগদ দেওয়া হবে। কাপড় ও কম্বলও তাঁরা পাবেন।

ধর-রায় আজ ঢাকা যাচ্ছেন

স্টাফ রিপোরটার

ভারত সরকারের বিশেষ দূত শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ধর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শাখার ভারপ্রাপ্ত জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীঅশোক রায় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা যাচ্ছেন। শ্রীরায় সাংবাদিকদের জানান, তাঁদের সেখানে কয়েক দিন থাকার কথা আছে।

বিহার মন্ত্রিসভা পতন আসন্ন?

প্রধানমন্ত্রী সকাশে শাস্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী আজ এখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে সি পি আই সমর্থন তুলে নেবার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি তা জানিয়েছেন বলে প্রকাশ।

ওয়াকিবহাল মহল জানান: সি পি আই তাদের মনোভাব না পালটালে শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার পতন অবশ্যম্ভাবী। বিহার বিধানসভায় সি পি আই-এর এম এল এ সংখ্যা ২৭ জন। ৩০ ডিসেম্বর বিহার বিধানসভায় বৈঠক ডাকা হয়েছে।

শ্রীশাস্ত্রী পদত্যাগ করতে চেয়েছেন কিনা, তা এখনই জানা যায়নি। তিনি পদত্যাগ করলে রাজ্যে নতুন কোন মন্ত্রিসভা বা রাষ্ট্রপতির শাসন হতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ আলিঙ্গনাবদ্ধ

ঢাকা যাত্রাকালে নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিনের শুভেচ্ছা বার্তা

স্টাফ রিপোরটার

"ভারতের ৫৫ কোটি মানুষ, ভারত সরকার ও মহান দেশনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাবেন।"

মুজিবনগর থেকে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার পথে দমদম বিমান বন্দরে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কে বাংলা-

পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ প্রশ্নে পিকিং-পিনডি আঁতাতের নতুন খেলা

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো সম্ভবত নতুন এক বিপজ্জনক খেলায় নামতে যাচ্ছেন। শীঘ্রই আবার পিকিং যাত্রার বার্তা আগাম রটিয়ে দিয়ে তিনি জংগী চক্রের বাঙালী সাগরেদ জনাব নুরুল আমিনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করেছেন এবং শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে এক অজ্ঞাত-স্থানে গৃহবন্দী করেছেন। রাওয়ালপিনডির বাতাসে জোর গুজব, বাংলাদেশের চাকমা রাজা শ্রীত্রিদিব রায় সহ আরো দু'একজন অনুগত বাঙালী জনাব ভুট্টোর পারিষদ হচ্ছেন। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রশ্নে অপরাধী নির্ণয় নিয়ে বৃটেন ও আমেরিকায় মতানৈক্য এখনও দূর হয়নি। পিকিং বেতার অনবরত বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে পিকিংয়ের বেতার ভাষ্যকার 'পুতুল সরকার' বলে অভিহিত করছেন। ফলে পাকিস্তানের জংগী নায়ক জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা থেকে বিদায় এবং সামরিক জুনটার কয়েকজন জেনারেলের অবসর গ্রহণের পর এশিয়ার দিগন্তে শান্তির অরুণোদয়ের আশা আবার অনেকের মনে স্তিমিত হয়ে আসছে। যারা আশা করেছিলেন, জনাব ভুট্টো ক্ষমতা লাভের পর শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরোধের অবসান এবং সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়িয়ে পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণকে জংগী জামানার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন তাদের কেউ কেউ এখন ভাবছেন, জনাব ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়ার পুরনো

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ভারতের নাগরিক বিমান বুধবার বিকালে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে নামছে। চিত্র—তারাপদ ব্যানারজি

মাথা ধরেছে?
অ্যানাসিন

ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয় কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড় নেভিল ডি'সুজা অ্যানাসিন ব্যবহার করেন। উনি বলেন, "আমি সবসময় হাতের কাছে অ্যানাসিন রাখি।"

জোরালো কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

ফলদায়ক,—সর্দি ও ফ্লুয়ের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন

Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

আনন্দবাজার পত্রিকা
Tele ANANDABAZAR Cal
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No. 2536 G.P.O

কর্মখালি

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ

এই কলেজে স্পেশাল অনার্স টেস্ট-এ প্রার্থীদের (বাহিরের) এনরোলমেন্টের জন্য শেষ তারিখ ৩০-১২-৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইল।

প্রিন্সিপ্যাল
(৮১২২-এ)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

টেণ্ডার

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লু (রোডস) ডিপার্ট, মালদা কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পোঃ অঃ ও জেলা মালদা, মালদা জেলায় সামশি রতুয়া রোডের এক ডি আর-এর জন্য (১৯৭১ সালের অগস্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত) রতুয়া বিভাগীয় স্টাকইয়ার্ডে ১" হইতে ১½" মাপের স্টোন মেটিরিয়েল এবং ½" হইতে ¾" সাইজের স্টোন চিপস সরবরাহের জন্য তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর/বাহিরের ঠিকাদার...

টেণ্ডার

টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত প্রতি প্রস্থ ৬ টাকা মূল্যে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে সেখান হইতে ক্রয় করা যাইবে। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৪৯২৩(২) আইপিআর/এ/৭১
(৮১৭৭)

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তির খসড়া তৈরির হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—বৈদেশিক বাণিজ্য দফতরের একজন কর্মচারী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় প্রবর্তনের খসড়া তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

এই দফতরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও যোজনা কমিশনের কর্মীরা এই সম্পর্কে বাংলা দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা করেছেন।

গতকাল যোজনা কমিশনের সভায় প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারত বাংলাদেশে অবিলম্বে কয়লা রফতানি করতে পারে। ভারত বাংলাদেশে...

বাংলাদেশ গড়ার কাজে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাহায্য করতে চান

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ কবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হবে তার জন্য অপেক্ষা না করে রাষ্ট্রপুঞ্জ অবিলম্বে বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও ত্রাণের জন্য সাহায্য করতে ইচ্ছুক। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট অবিলম্বে ঢাকার রাষ্ট্রপুঞ্জ দফতরকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শ্রীপল হেনরি ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা করে জানান, বাংলাদেশের...

গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসবে মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং-এর ৩০৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বুধবার কলকাতায় শিখ সম্প্রদায়ের এক বিরাট বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মিছিলটি দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউ-এর গুরুদ্বার থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মিছিলের পুরোভাগে একটি সুসজ্জিত লরিতে গুরু গোবিন্দ সিংজীর তৈলচিত্র শোভা পায়। পিছনে খোলা তরোয়াল হাতে অশ্বারূঢ় শিখদের ভক্তি নিবেদন ও সেই সঙ্গে শ্বেত সালোয়ার কামিজ-পরা মহিলাদের মিছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিছিলে ব্যান্ড বাদ্য সহ কীর্তন, গ্রন্থপাঠও হয়।

কেরোসিন রেশনিং প্রত্যাহার

...প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দফতরের মন্ত্রী আজ লোকসভায় এ কথা জানান শ্রী পি সি শেঠী।

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS OF INSPECTOR OF CO-OPERATIVE SOCITIES, WEST BENGAL, 1971.

It is notified for information of the candidates that the examination for recruitment to posts of Inspector of Co-operative Societies which was scheduled to be held in September, 1971 will be held on 26th, 27th and 28th December, 1971.

TIME TABLE OF THE EXAMINATION

Sunday, the 26th December, 1971 :—
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper I — English Essay and Precis Writing.
1-30 p.m. to 4-30 p.m. — Paper II — General English and Composition.

Monday, the 27th December, 1971 :
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper III — Bengali|Hindi|Urdu|Nepali Composition and Translation.
1-30 p.m. to 4-30 p.m. — Paper IV — General Knowledge and Current Affairs.

Tuesday, the 28th December, 1971 :
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper V — Elementary Mathematics.

CENTRES OF EXAMINATION :

Sl. No. (1)	Name of Institutions (2)	Roll Nos. (3)
1.	Ballygunge Govt. High School, 38|2, Beltala Road, Calcutta-20.	1- 408
2.	Jadavpore Vidyapith & Indoor Stadium within Jadavpore University Campus.	411- 1418
3.	Jadavpore High School, 17, East Road, Calcutta-32.	1421- 2177
4.	Jagadbandhu Institution, 25, Fern Road, Ballygunge, Calcutta-19.	2178- 2596
5.	National High School for Boys, 42|1, Hazra Road, Calcutta-19.	2603- 3257
6.	Beltala Girls' High School, 17, Beltala Road, Calcutta-26.	3259- 3600
7.	Calcutta Anglo-Gujrati School, 6, Pollock Street, Calcutta-1.	3601- 5100
8.	Calcutta Anglo-Gujrati School, 29, Pollock Street, Calcutta-1.	5101- 6631
9.	Moulana Azad College, 8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-13.	6892- 7500
10.	Bhowanipur Education Society, 12B, Heysham Road, Calcutta-20.	7501- 7817
11.	Kailash Vidyamandir, 28, Chetla Central Road, Calcutta-27.	7818- 8050
12.	Hare School, Calcutta, 87, College Street, Calcutta-12.	8142- 8400
13.	Maharaja Manindra Chandra College, 20, Ramkanta Bose Street, Calcutta-3.	8401- 8900
14.	Bethune Collegiate School, 181, Bidhan Sarani, Calcutta-6.	8901- 9200
15.	Bethune College, 181, Bidhan Sarani, Calcutta-6.	9201- 9500
16.	David Hare Training College, 25|3, Ballygunge Circular Road, Calcutta-19.	9501- 9710
17.	New Alipore Multipurpose School, 23A|439|1, Diamond Harbour Road, Calcutta-53.	9711-10010
18.	Presidency College, Calcutta, 87, College Street, Calcutta-12.	10011-10395
19.	Sanskrit College, 1, Bankim Catterjee Street, Calcutta-12.	10396-10605
20.	Sanskrit Collegiate School, 1B, Bankim Chatterjee, Street, Calcutta-12.	10606-10855
21.	Hindu School, 1B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.	10856-11205
22.	Kidderpore Academy, 35, Ramkamal Street, Calcutta-23.	11206-11580
23.	Jnan Chandra Ghosh Polytechnic, 7, Mayurbhanj Road, Calcutta-23.	11581-11980
24.	Lady Brabourne College, P-1|2, Suhrawardy Avenue, Calcutta-17.	11981-12190
25.	St. Teressa's School, 72, Diamond Harbour Road, Calcutta-23.	12191-12515
26.	Rani Rushmoni High School, 104-A, S. N. Banerjee Road, Calcutta-14.	12516-12725
27.	Mitra Institution, (Bhowanipore Branch), 16A, Balaram Bose Ghat Road, Bhowanipore, Calcutta-25.	12726-13225
28.	National High School for Girls, 164, Sarat Bose Road, Calcutta-29.	13226-13625
29.	Gokhale Memorial Girls' School and College, 1|1, Harish Mukherjee Road, Calcutta-20.	13626-13835
30.	Sir Romesh Mitra Girls' School, 15, Jogesh Mitter Road, Calcutta-25.	13836-14335
31.	St. Paul's Higher Secondary School, 33|1, Amherst Street, Calcutta-9.	8051- 8141 & 14336-14635
32.	Chetla Boys' High School, 29|2, Chetla Central Road, Calcutta-27.	14636-15235
33.	Calcutta Madrasah, 21, Haji Mohammed Mohsin Square, Calcutta-16.	15236-15485
34.	South Suburban (Branch) School, 110, Sarat Bose Road, Calcutta-29.	15486-15985
35.	Puddapukur Institution, 44, Sarat Bose Road, Calcutta-20.	15986-16235
36.	New Alipore College, 'L' Block, New Alipore, Calcutta-53.	16236-16535
37.	Kamala Girls' School, P-512, Lake Road Extn. Calcutta-29.	16536-16835
38.	Mitra Institution (Main), 60B, Surya Sen Street, Calcutta-9.	16836-17135
39.	Chetla Girls' School, 66|1, Joynuddi Mistri Lane, Calcutta-27.	17136-17435
40.	Jodhpur Park Boys' School, Jodhpur Park, Calcutta-31.	17436-17653
41.	Examination Hall of the Public Service Commission, West Bengal, 9|1B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.	All Lady candidates.

N.B. Application Nos. and Roll Nos. of the candidates are same.

The admit cards already sent to the candidates will remain valid for the purpose of this examination. No fresh admit cards will be issued.

The candidates who have not received any admit card or any other intimation may contact the office of the Public Service Commission, West Bengal, Bhabani Bhavan, Calcutta-27.

No request for change of centre will be entertained.

7563

ব্যবসা-বাণিজ্য

ভরাটের মাটি বিনামূল্যে

উল্টাডাঙ্গা পোস্টাফিস হইতে বেলেঘাটা পর্যন্ত সার্কুলার ক্যানেলের মাটী খালের পারে জমা করা হইতেছে। ইহার যে কোন জায়গা হইতে প্রয়োজন মত মাটী বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। ট্রাকে বোঝাই খরচও দেওয়া হইবে। এস এন মিত্র এণ্ড কোং, ৩০ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৪। (সি ৭০১৩)

২,৯৫,৫১৮, টাকা। বায়নার পরিমাণঃ ৫,৯১০, টাকা। উক্ত অফিসে/একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, ভবানী ভবন, কলিকাতা-২৭এর অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৪৮৯৯(২) আই পি আর/এ/৭১
(৮০৪২)

ডিভি, কনস্ট্রাকসন বোর্ড, পি ডব্লিউ ডি, লালকুঠি, বি এন হাতী রোড, বর্ধমান কর্তৃক বর্ধমানস্থিত রাজ কলেজিয়েট স্কুল বিল্ডিং-এর এস আর কাজের জন্য সি বি ডি এবং পি ডব্লিউ ডি-এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(১)তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ২০,৫৯৪, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৫১৫, টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ : ৩ মাস। উক্ত অফিসে

করিয়া দেওয়া হইবে) কলিকাতা হইতে দমদম বা দমদম হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ইন্টার-ন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের যাত্রী এবং তাঁহাদের সঙ্গীদের চলাচলের জন্য, চাওয়া হইলে, দিবারাত্রি সকল সময় ভেহিকল/ভেহিকলগুলির একচেটিয়া ব্যবহারের নিমিত্ত সোসাইটিকে কলিকাতার টাটা এয়ার লাইন্স রিপ্রেজেন্টেটিভস বোর্ড বা তাঁহাদের মেম্বার কোম্পানিগুলির সহিত যৌথভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে। ভেহিকল-

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

বিমান দুর্ঘটনায় ২৮ জনের মৃত্যু

ভিয়েনা, ২২ ডিসেম্বর—একটি বুলগেরিয়ান বিমান আজ সোফিয়া বিমান বন্দরে ওড়বার সময়েই ভেঙে পড়ে। ফলে যাত্রী ও বৈমানিকদের নিয়ে ৭৩ জন আরোহীর মধ্যে ২৮ জন মারা যান। —রয়টার

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

মুজিব মুক্ত, গৃহবন্দী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুজিবের বিচার হয়েছে। তবে রায় এখনও দেওয়া হয় নি।

শ্রীভুট্টো বলেছেন, মুজিবকে শীঘ্রই জেল থেকে সরানো হবে। তবে সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, তা কিন্তু বলেন নি। মনে হয়, শেখ লায়ালপুর জেলে আছেন।

(পরে রাওয়ালপিন্ডি থেকে রয়টার ও এ এফ পি-র খবরে বলা হয়েছে, মুজিব জেল থেকে ছাড় পেয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি গৃহবন্দী। —রয়টার ও ইউ পি আই

মুজিব : মারচ থেকে ডিসেম্বর

১৯৭১, ২৫ মারচ—ঢাকা ধানমণ্ডীর বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে এইদিন গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মারচ—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে বলেন যে, মুজিবর একজন 'দুষমণ'। শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু।

২০ জুলাই—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ লনডন ফাইনান্সিয়াল টাইমসের সংবাদদাতাকে বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানের বিচার শীঘ্রই হবে। এবং এই বিচার গোপনে সামরিক আদালতে হবে।

৪ আগসট—শেখ মুজিবরের সঙ্গে কোন আপস নয়, মুজিবর দেশদ্রোহী—টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া।

৮ আগসট—মুজিব ভাল আছেন—কাল কী হবে জানি না—ইয়াহিয়া।

১১ আগসট—সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার শুরু। লায়ালপুর জেলে বিচারের কথা। এ কে ব্রোহী মুজিবের পক্ষ সমর্থন করেন।

২৯ আগসট—আবার মুজিবের বিচার শুরু।

১৮ ডিসেম্বর—মুজিবের বিচার শেষ। মুজিব নাকি লায়ালপুর জেলে আছেন।

২১ ডিসেম্বর—মুজিবকে মুক্তি দিয়ে অন্তরীণ করা হবে—নতুন পাক প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ঘোষণা।

২২ ডিসেম্বর—মুজিব জেল থেকে মুক্ত, গৃহবন্দী। কোথায় জানা যায়নি।

ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম ডাক বিনিময় শুরু হল মঙ্গলবার। যশোরে অনুষ্ঠান। —নিজস্ব-চিত্র

হাসপাতালের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহে যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি

একুশ নম্বর ব্লক যুব কংগ্রেসের সদস্যরা কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের সাহায্যে ৩৬০০ টাকা দান করেন। সম্প্রতি হাসপাতালের আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিয়ে কর্তৃপক্ষ সাহায্যের আবেদন জানান। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে এই অর্থ সংগৃহীত হয়।

বাংলাদেশ সরকার নির্মম গণহত্যার চিত্র তৈরির কথা ভাবছেন

কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, ২২ ডিসেম্বর—গত নয় মাসে বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী যে পৈশাচিক গণহত্যায় মেতে উঠেছিল, বাংলাদেশ সরকার ইতিহাসের এই কলংকজনক অধ্যায়কে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরির কথা ভাবছেন।

একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে স্বদেশ প্রেমিকদের কংকাল ও মাথার খুলি খুঁজে বের করার পর এই তথ্যচিত্র তৈরির কাজ আরম্ভ হবে।

মুখপাত্রটি আরও বলেন, ঢাকায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে ভারতীয় বাহিনীর সময়মত উপস্থিতির ফলেই বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী এবং মন্ত্রীবর্গ মিলিয়ে প্রায় দশহাজার ব্যক্তি দখলদার পাক বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। —ইউ এন আই

কলিকাতা টেলিফোনস

টেলেক্স নম্বরের পরিবর্তন

কলিকাতা টেলেক্স এক্সচেঞ্জের সম্প্রসারণের সুবিধার্থে কয়েকটি টেলেক্স কানেকশনের নম্বর বদলাইয়া দেওয়া হইবে। ২৪-১২-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা হইতে ৩০০—৩৯৯ রেঞ্জের নম্বরযুক্ত টেলেক্স কানেকশনের নম্বর হইবে ৭৩০০—৭৩৯৯ (অর্থাৎ বর্তমান টেলেক্স নম্বর ৩০০-এর নতুন নম্বর হইবে ৭৩০০ এবং এইভাবে অন্যান্য নম্বর হইবে।)

সমস্ত টেলেক্স গ্রাহককে নম্বরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। যে সমস্ত টেলেক্স গ্রাহকের নম্বর এইভাবে পরিবর্তিত হইতেছে, তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথকভাবে জানান হইয়াছে।

জেনারেল ম্যানেজার
কলিকাতা টেলিফোনস

(৮০৬৯)

টেলিরাড আঞ্চলিক সেল্‌স অফিস : ১০ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, ২য় তল, কলকাতা-১৩

বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ
১২৩এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩ • ফোন ২৪-২১৯৪

পিকিং-পিনডি আঁতাতের নতুন খেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নীতিকেই আবার নতুন মোড়কে চালু করার চেষ্টায় না মাতেন। জনাব ভুট্টো কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে এক বা একাধিক বাঙালী বংশবদকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া এবং বাংলাদেশকে এখনও পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দাবি করার পিছনে নেহাৎ বাক বিস্তার নয় বা পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণকে সাময়িক প্রবোধ দেওয়া নয়। নতুন কোন মতলব কাজ করছে বলে তাই আশংকা জাগা স্বাভাবিক।

দুয়ে দুয়ে চার হওয়ার মত জনাব ভুট্টোর এই কার্যক্রমের সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ভারত উপমহাদেশে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সর্বশেষ প্রস্তাবের উপর চীনা প্রতিনিধির বক্তব্যও অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাবে ভারতীয় উপমহাদেশে এক স্থায়ী যুদ্ধ বিরতি এবং সর্বপ্রকার বৈরিতা অবসানের দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয়, সম্ভবপর সময় ও বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সৈন্য অপসারণের কাজ সমাধা করা হবে। প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বা বিশ্বশান্তি বিপন্ন হতে পারে এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সতর্ক করে দেয়া হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রস্তাবে শান্তিভঙ্গকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও বিশেষ সদস্য রাষ্ট্রকে সতর্ক না করা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনা প্রতিনিধি হুয়েন হুয়া বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তার প্রতিনিধিদল যদিও প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তথাপি প্রস্তাবটি নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নন। কারণ, "ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে দাঁড়িরেখা টানার ব্যাপারে প্রস্তাবটি ব্যর্থ হয়েছে এবং আক্রান্ত ও আক্রমণকারীকে একইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তায় পাকিস্তানের উপর যে আক্রমণ চালানো হয়েছে তার নিন্দা জ্ঞাপনও প্রস্তাবটিতে নেই।" বাংলাদেশ প্রশ্নে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনা প্রতিনিধির এই মন্তব্য তাদের অপরিবর্তিত ভূমিকারই প্রমাণ। সম্ভবত জনাব ভুট্টো ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পিকিং ভ্রমণে গিয়ে চীনের এই ভূমিকাকেই বাংলাদেশ প্রশ্নে বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য নতুনভাবে কাজে লাগাতে চাইবেন। নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবার ভেটো দেয়নি। ভোটাভুটির সময় সোভিয়েট ও পোল্যান্ডের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন। এবারের প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ সোভিয়েট ইউনিয়ন দরকার মনে করেনি এটা স্পষ্ট। তবে পিনডি-পিকিং আঁতাতের নতুন কি খেলা শুরু হয়, তা লক্ষ্য করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে কোনও স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণে এখনও আগ্রহী নয়, বরং 'অপেক্ষা করা ও দেখার' নীতি গ্রহণে ইচ্ছুক মনে হয়।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো চলেছেন পিকিং-এ। বাংলাদেশ প্রশ্নে পিকিংয়ের সুর এখনও চড়া। এশিয়ার শান্তির প্রশ্ন তাই এখনও অনিশ্চিত।

চার খুনের আসামীর মৃত্যুদণ্ড

বোম্বাই, ২২ ডিসেম্বর—বোম্বাইয়ের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রী টাটকে চার খুনের মামলার আসামী ফিরোজ দারুওয়ালাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

বহু, বহুদিন আগে কোনও এক সময়ে...

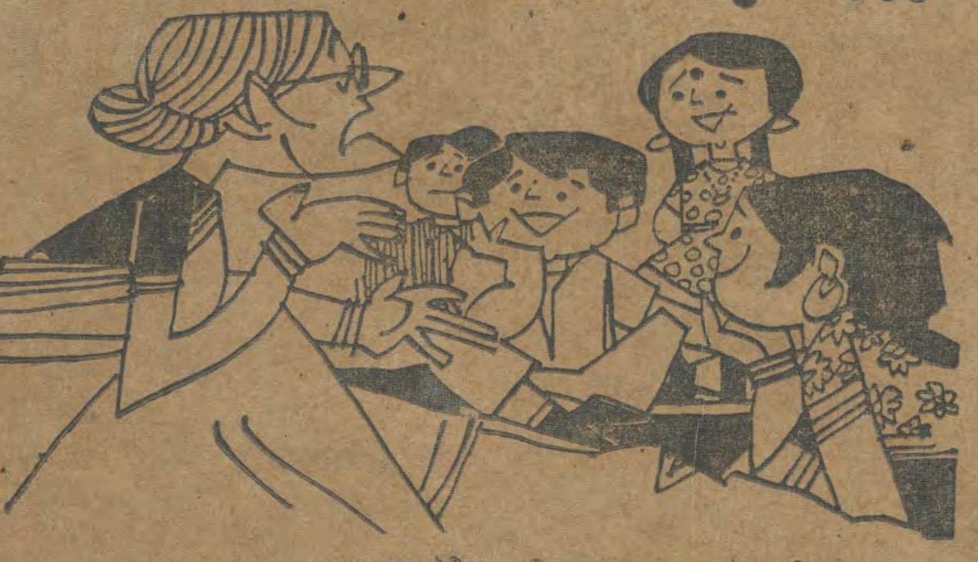

গ্রাম্য আবেষ্টনীতে স্থাপিত এবং গ্রামাঞ্চলের উপযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সুদর্শন চিট্ ফাণ্ড আজ এক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে—এই কার্যের বিশ্বাস পরায়ণতার সুনাম এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবসা পদ্ধতি। সুদর্শন মারফৎ সঞ্চয়ের অভ্যাস অর্জন করুন। সারা ভারতে ৯০টিরও বেশী শাখা ছড়ানো আছে।

সুদর্শন চিট্ ফাণ্ডস্
এ ইউনিট অফ সুদর্শন ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড
(সুদর্শন ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড-এর একটি বিভাগ)
সেন্ট্রাল অফিস:
সুদর্শন বিল্ডিং, হোয়াইটস রোড, মাদ্রাজ-১৪
রেজিস্টার্ড অফিস: কালিকট—২
aires 296

'আমার চাই এমন পাইপ যা সহজে ফাটা, ফুটো বা ক্ষয় হয় না।'

'দোকানে গিয়ে বলুন আই-টি-সি ছাপ মারা পাইপ দিতে। তাহলেই জানবেন তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। ফলে এ টিউব ঢের বেশিদিন টেঁকে।'

কাঁচামাল থেকে শুরু ক'রে পুরোপুরি তৈরি হওয়া পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান টিউব তার টিউবের গুণমান আগাগোড়া কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব'লেই এ জিনিস সম্ভব হয়। টিউবে আই-টি-সি ছাপ দেখে আপনি সুনিশ্চিত হতে পারবেন যে, তার চাদর ঠিক মাপমতন পুরু এবং ওজনেও সঠিক। এ জন্যই বিচক্ষণ বাড়ির মালিক, ক্ষেতখামারের মালিক এবং অন্যান্য ক্রেতার কাছে আই-টি-সি টিউবের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তাছাড়া, উৎকর্ষের তৃতীয় পক্ষীয় নির্ভরপত্র হিসেবে আই-এস্ : ১২৩৯ (পার্ট ১)—১৯৬৮ অনুযায়ী আই-টি-সি টিউব ভারতীয় মানক সংস্থার প্রমাণপত্রের অধিকারী। সুতরাং আই-টি-সি টিউব ব্যবহার করলে আপনি সবসময় আপনার টাকা ষোল আনা উশুল করতে পারবেন।

কিনতে হলে আই-টি-সি টিউব—তৈরির গুণে টেঁকসই
INDIAN TUBE
ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড, টাটা-স্টুয়ার্টস্ অ্যাণ্ড লয়েড্‌স্-এর সেল্‌স্ এজেন্ট কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ আমেদাবাদ কানপুর

বন্দে মাতরম

আনন্দবাজার পত্রিকা

বৃহস্পতিবার, ৭ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। —স্বামী বিবেকানন্দ

জুয়াড়ির শেষ জুয়া : পণ — মুজিব

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান অবশেষে মুক্ত। কিন্তু তবু তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানোর পথ রুদ্ধ, কেননা বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে গৃহবন্দী। এ কেমন মুক্তি যাহা ছাড়িয়া দিতে গিয়াও মুঠি কঠিন করিয়া হঠাৎ আবার চাপিয়া ধরে? এ কেমন নীতি যাহা নত হইয়াও সাপের মত ছোবল মারে? পিণ্ডিতে খান নায়ক বদলই হইয়াছে, কিন্তু ঠিক সেই একই পালা চলিয়াছে—আড়ালে সাজ ঘরে মহলার আভাসও পাওয়া যায়। এক কথায় পিণ্ডির বিষ দাঁত যথাপূর্ব, এবং ক্রমে ক্রমে ইহাও স্পষ্ট যে, সে ভাঙিলেও মচকায় নাই।

বাংলাদেশের আশা আর বাসনা লইয়া ইসলামাবাদের শাসকচক্র যতদিন পারে নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়াছে। কিন্তু নূতন এই যে কীর্তি, ইহা উৎকটতম পরিহাস। বঙ্গবন্ধু আজ বস্তুত এক কারাগার হইতে আর এক কারাগারে। নূতন বাড়িতে ঘরের সঙ্গে বড়জোর এক টুকরা বারান্দাও রহিবে, কিন্তু সেই বারান্দায় নিশ্চয় খট খট বুট পায়ে টহল দিয়া ফিরিবে বন্দুকধারী সিপাই। আকার আলাদা হইলেও প্রকার এক। শেখ মুজিবের নূতন আশ্রয়ও চৌদ্দ আনা জেলখানাই। তবু ষোলকে কমাইয়া চৌদ্দ করিতে যে হইয়াছে, এই টুকুই স্বস্তির, এই টুকুই স্বাগত—বাংলাদেশ ও ভারতের জনমতের আংশিক জয়। কিন্তু পুরাটা আদায় করিয়া লইতে হইবে। প্রয়োজন এমন চাপের সৃষ্টি, যাহাতে তাঁহাকে কাড়িয়া যদি লইয়া আসিতে নাও পারা যায়, উহারা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। মুজিবের ঠিকানা বদল এইমাত্র আশ্বাস বহন করিয়া আনিল যে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক সেই মানুষটি—যেখানেই থাকুন—বাঁচিয়া আছেন।

তাঁহার প্রাণ হননের সাহস দুরাচারী স্বৈরচক্র পায় নাই। কিন্তু একটি জাতির জনগণমন অধিনায়ককে লইয়া সে বার বার খেলা আর কৌতুকের স্পর্ধাই বা কোথা হইতে পায়? এই সাহস আর স্পর্ধা কে বা কাহারা যোগান দেয়? তার ফলে নতজানু হইয়াও জঙ্গীশাহী দন্তে তৃণ ধারণ করিতে এখনও নারাজ। তাহার শুধু চেহারা একটু বদলাইয়াছে, চরিত্র নয়। শেখ মুজিব অন্তরীনই বা রহিলেন কেন? তাঁহার অপরাধ? নষ্টবুদ্ধি ভ্রষ্টাচারী এক জমানার নিজের দোষে পূর্বতন পাকিস্তানের পূর্ব অঙ্গ খসিয়া গিয়াছে, অথচ সেই দায় কিনা তাহারা বঙ্গবন্ধুর উপর চাপায়। সেই ধৃষ্ট দুষ্ট মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে কি না সংক্ষিপ্ত সমাচার পড়িয়া আদৌ বোঝা গেল না।

ভুট্টো সাহেব বাংলাদেশের সর্বৈব মুক্তির পরও এই সেদিন যখন কন-ফেডারেশন বা ঢিলেঢালা যুক্তরাষ্ট্রের ধুয়া তোলেন তখন মনে হইয়াছিল, ব্যাপারটা জুয়াড়ির শেষ আশার ছলনা, সোজা কথায় ক্ষ্যাপামি। কিন্তু এখন মনে হয় ক্ষ্যাপামির মধ্যে একটা "মেথড" আছে, আর ক্ষ্যাপা জানে যে, পরশ পাথর তাহারই হাতে। পরশ পাথর কিংবা টকটকে রঙের টেক্কা, —তুরুপের তাস। শেষ চালবাজিতে জুয়াড়িরা শেখ সাহেবের নিরাপত্তাকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিবে। জনাব ভুট্টো জানেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর প্রাণের মূল্য কতখানি। "মুক্ত মুজিব চাও, না মুক্ত বাংলাদেশ?" —এই কঠিন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করিয়া দিয়া তিনি বাংলাদেশকে ব্ল্যাকমেল করিতে চাহিবেন—কাঁচিয়া গণ্ডূষ করার দুরাশায়। হয়তো পাকিস্তানে প্রবাসী সাত লক্ষ বাঙালীর ভাগ্য লইয়াও পুরাতন "হোস্টেজ"-এর খেলা চলিবে। বাংলাদেশেও এখনও লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী আছে? আমাদের হাতে তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য বন্দী? তাহাতে পাক শাসকদের কিছুমাত্র যায় আসে না। নিজের ছোট স্বার্থ ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব এবং কুশল সম্পর্কে তাহারা বরাবরই নির্বিকার। মুসলিম হোমল্যাণ্ড আদায় করিয়াও এইভাবেই একদিন জিন্না সাহেব ভারতের কোটি কোটি মুসলমানকে পিছনে ফেলিয়া করাচিতে পাড়ি জমাইয়াছিলেন। এবারও হয়তো বাংলাদেশের পাকিস্তানীদের স্বার্থ বিকাইয়া দিতে পিণ্ডিশাহীর বাধিবে না।

না, কোনও রফা নয়। "জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।" —যে নবজাগ্রত জাতির মুখে মুখে আজ এই ধ্বনি প্রতিধ্বনি সেই সপ্ত-কোটি কণ্ঠ কলকল এবং করাল নিনাদে জানাইয়া দিবে জাতির পিতার মুক্তির জন্য তাহারা আরও একবার পরীক্ষার অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। পরিণাম কী হইবে, জঙ্গীতন্ত্র এবারের অভিজ্ঞতায় তাহা মর্মে মর্মে জানে। গত কয়েক মাসে তাহাদের মুখে চুন কালি নিতান্ত কম পড়ে নাই; শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি হয়তো সেই কলঙ্কের কিছুটা মুছিয়া দিতে পারিত। কিন্তু না, ধর্মের কাহিনী শোনা উহাদের স্বভাবে নাই।

কেননা তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বের একটা বিরাট মুরুব্বি বাহিনী। সেই মুরুব্বিরা সূর্য উঠিলেও সকাল হইয়াছে একথা মানিতে চায় না, "ফ্যাক্ট"কে "ফ্যাক্ট" বলিয়া করে না স্বীকার। সবটাকেই একসঙ্গে জড়াইয়া সব কিছু গুলাইয়া দেওয়াতেই তাহাদের আনন্দ—নিরাপত্তা পরিষদের নূতন প্রস্তাবটি তাহারই ইঙ্গিত। যে-অধ্যায় শেষ তাহাকে নূতন করিয়া লেখার চক্রান্তের বিরাম নাই। ভুট্টো, যিনি সবে ফিরিয়াছেন মার্কিন মুলুক হইতে, আবার নাকি চলিয়াছেন চীনে—অভিসারে। ইহার সমস্তটাই তাৎপর্য এবং নষ্টামির অভিসন্ধিতে পূর্ণ। অথচ সুস্থ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে পিণ্ডি বুঝিতে পারিত, বাংলাদেশের বিচ্ছেদ একটা শাপে বর। পাকিস্তানের বাকিটা কী ধর্মে, কী ভৌগোলিক নৈকট্যে আরও সংহত একটি জাতি হিসাবে নূতন জন্ম লইতে পারিত। তাহাতে বাড়িত তাহার শক্তিও। আঞ্চলিক বিচারে যে পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সম্পর্ক স্বাভাবিক, সেই পাকিস্তান সত্যসত্যই এবার একটি মধ্যপ্রাচ্য শক্তি হিসাবে গণ্য হইত। কিন্তু যাহা সুস্থ, যাহা স্বাভাবিক, পাক শাসকেরা আর তাহাদের মুরুব্বিরা সেই সোজা পথটা দেখিতে এখনও অসম্মত। তাই ঘটা করিয়া বাংলাদেশের খয়ের খাঁ নুরুল আমিন আর ত্রিদিব রায়দের জুটাইয়া পিণ্ডিচক্র এখনও একটা "অখিল পাকিস্তান" মার্কা ভাঁওতা চালানোর তালে আছে. আসলে তাহারা পাকিস্তানের ঝড়তি পড়তি ভগ্নাংশেরও কবর খুঁড়িতেছে।

পররাষ্ট্র-নীতির নব মূল্যায়ন প্রয়োজন

সাফল্যের চেয়ে বড় সফলতা আর কিছু নাই। সুতরাং, এবার অনেক সল পল-এ পরিণত হইবেন, নানা মহলে হৃদয় পরিবর্তনের আভাস মিলিবে। শোনা যাইবে, মিশর বাংলাদেশ সম্পর্কে নূতন করিয়া ভাবিতে বসিয়াছে, সিংহল হয়তো অচিরেই এই নবীন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিবে। ব্রিটেন নাকি এবার নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া ভারত এবং বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকার সঙ্গে তর্ক করিতেছে, অন্যরা অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। তবু সদ্যবিগত অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষত—ভারতের পক্ষে। বিপদে বন্ধু চেনা যায়। এটা যেমন ব্যক্তিজীবনে সত্য, তেমনই সত্য জাতীয় জীবনের পক্ষেও। চু-নিক্সন তাঁহাদের বক্তব্য যেমন সাফ জানাইয়া দিয়াছেন, ভারতের উত্তরও তেমনই মুখের ওপর শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলি কিংবা আরব দুনিয়া, যাহারা নানাভাবে আমাদের কাছে ঋণী—তাহাদের প্রাপ্য কিন্তু মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই। নগণ্য বলিয়াই এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, ভারত রাগিয়া গিয়া বিশ্বসুদ্ধ রাষ্ট্রের সঙ্গে আড়ি দিয়া বসুক। ভারতের মত বিশাল দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে মাথাগরম অচল। কিন্তু চৌদ্দদিনের যুদ্ধ এবং তাহার আগে নয় মাসের ঘটনাবলী বলিতেছে পররাষ্ট্রনীতির নব মূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা, ক্রমাগত কলসির কানা ছুঁড়িয়া মারার পরও প্রেম নিবেদন আর যেখানেই হোক, পররাষ্ট্রনীতিতে চলে না। সে নীতির মৌলিক আদর্শগত ভিত্তি অবশ্যই থাকিবে, থাকিবে দূরবর্তী লক্ষ্যও. কিন্তু তাহার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের যদি যোগ না থাকে তবে সে নিছক ভাবালুতা। এই কঠিন দুনিয়ায় সে ধরনের দার্শনিকতার কোনও ঠাঁই নাই। সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক, জর্ডন প্রভৃতি রাষ্ট্র পাকিস্তানকে প্রকাশ্যে মদত দিয়াছে। উলেমারা যখন ভারতবিরোধী অপপ্রচারে মাতিয়াছে, রাষ্ট্র তখন ইসলামাবাদের জঙ্গী-তন্ত্রকে হাতিয়ার জোগাইয়াছে। জর্ডন এমনকি স্বেচ্ছা সৈনিক পর্যন্ত পাঠাইতে চাহিয়াছে। বলা হয় পশ্চিম এশিয়ার সুলতানী অথবা জঙ্গীবাজ রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা মোটেই বিচিত্র নয়, ঐশ্লামিক সৌভ্রাতৃত্বের নামে তাহারা আসলে স্বৈরাচারকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু "র‍্যাডিক্যাল" বলিয়া বর্ণিত তথাকথিত প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলির ভূমিকাই বা কী?

রাবাতের কাল হইতে বার বার দেখা গিয়াছে প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকাশ্য ভারত-বিরোধিতাই তাহাদের নীতি। শুধু রাবাতই বা বলি কেন, '৬২ এবং '৬৫ সনের যুদ্ধেই বা তাহাদের রেকর্ড কী? '৬২ সনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র মধ্যস্থ সাজিতে চাহিয়াছিল। আর এক মধ্যস্থ সিংহল। এবারও সিংহল নাকি বৈঠক ডাকিয়া নাম কিনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোষ্ঠী-নিরপেক্ষদের দৌড় যে কতদূর সেটা সাধারণ পরিষদেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, "রাজনৈতিক মীমাংসা" শব্দটি মুখে আনিতেও তাঁহাদের ঘোরতর আপত্তি। আর্জেণ্টিনার যে শান্তি প্রস্তাবটি পাস হয়, তাহাতে যুগোশ্লাভিয়া হাত তুলিয়াছিল কেন, তাহার ব্যাখ্যা নাকি মিলিয়াছে. কিন্তু বাদ বাকি ভারত বন্ধুদের ভূমিকা এখনও রহস্যাবৃত। তবে কি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা সত্যই মৃত?

পশ্চিম এশিয়ার "প্রগতিশীল" রাষ্ট্রগুলির ভারত-বিরোধী নীতির কারণ হিসাবে নানা ব্যাখ্যা শোনা যায়। যথা : তাহাদের কাছে বাংলাদেশের বিদ্রোহ 'বিচ্ছিন্নতাকামী" আন্দোলন, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ তাহারা পছন্দ করে না ইত্যাদি। এটা যে প্রচলিত অর্থে বিচ্ছিন্নতা নয়—সেটা বোঝার জন্য খুব বেশী গবেষণার প্রয়োজন হয় না। আর বাংলাদেশের মুসলমান বুঝি মুসলমান নহেন? এক সময় পশ্চিমী খ্রীষ্টানেরা নাকি গায়ের চামড়ার রঙ দেখিয়া খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃত্ববোধ দেখানো সঙ্গত কিনা তাহা বিচার করিতেন,—ইহারাও কি সেই পথই ধরিলেন নাকি? বৃহৎ শক্তিগুলিকে তবু বোঝা যায়, তাহাদের চোখে দেশ বা মানুষ কিছু নয়, আসল কথা বিশ্ব—শক্তিসাম্য। কিন্তু এমন একটি স্পষ্ট 'ইস্যু'তে অন্যদের কেন এই দ্বিধা? দেখা গেল, যাহাকে বলে "সক্রিয় নিরপেক্ষতা" তাহা তো বটেই, অধিকাংশ রাষ্ট্রের এমন কি নিরপেক্ষ থাকার মুরোদ পর্যন্ত নাই। তাহারা হয় এক শক্তির তাঁবে, না-হয় অন্য শক্তির। নীট ফল—নির্লজ্জ ভারত-বিরোধিতা। এই সত্য আমাদের পক্ষে আদর্শবাদী পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে যত নিষ্ঠুরই হোক, তাহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। অভিজ্ঞতার আলোয় এবার শুরু হোক নূতন করিয়া বন্ধু মনোনয়নের পালা।

যৎকিঞ্চিৎ

গত বুধবারের কাগজে 'গৌড় দর্শন' শীর্ষক যে পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িলে কি মনে হয় না মালদহ টুরিস্ট লজে ভ্রমণকারীদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তাহা যেন একটা প্রহসন বিশেষ! ফারাক্কা সেতু দিয়া ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইলে টুরিস্ট ব্যুরো ভ্রমণেচ্ছুদের মালদহ ও দার্জিলিং দেখিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার আগে যাঁহারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মালদহ দর্শনে গিয়াছেন পত্রলেখক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই ভ্রমণের ব্যাপারে কী অদ্ভুত তাঁহার অভিজ্ঞতা! এ কথা স্কুলের ছেলেরাও জানে যে, একদা বঙ্গের রাজধানী, বহু ঐতিহাসিক স্মৃতির বাহক গৌড় মালদহের প্রধান দর্শনীয় স্থান। ইহাই প্রত্যাশিত যে, টুরিস্ট লজের যাঁহারা কর্মচারী তাঁহারা মালদহে ভ্রমণেচ্ছুদের গৌড় দর্শনে উৎসাহিত করিবেন, সেখানে যাওয়ার পথের নির্দেশ দিবেন এবং গৌড় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন। কিন্তু পত্রলেখক প্রদত্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, টুরিস্ট লজের এনকোয়ারিতে কাহারও দেখা না মিলাতে তিনি চেষ্টা করিয়া অন্যত্র তাঁহাদের খোঁজ পান। কিন্তু গৌড় দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ ও তৎসংক্রান্ত তথ্য সংবলিত পুস্তিকাদি চাওয়ামাত্রই তাঁহারা পত্রলেখকের উৎসাহের উপর নিরুৎসাহের ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেন। গৌড় যে একটা দর্শনীয় স্থানই নয় ইহাই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহা অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার এই যে, গৌড় সম্পর্কিত পুস্তিকা চাওয়াতে কেহ একজন কলিকাতাবাসী এই ভদ্রলোকের হাতে যে পুস্তিকাটি গুঁজিয়া দেন তাহার নাম 'ভিজিটক্যাল-কাটা'। টুরিস্ট লজে এরূপ ব্যবস্থা রাখিয়া সরকারী অর্থ জলে ফেলিবার এবং এরূপ কর্মপটু কর্মচারী বেতন দিয়া পুষিবার সত্যই কি কোন সার্থকতা আছে!

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র ও যুব সংস্থার দাবি

জাকর্তা, ২২ ডিসেম্বর—ইন্দোনেশিয়ায় ছাত্র ও যুব সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য তাঁদের সরকারকে আহ্বান জানায়।

একটি বিবৃতিতে এই সংস্থা বলে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র বাস্তব হয়ে উঠেছে এবং ইন্দোনেশিয়া সরকারের এই নতুন জাতিকে স্বীকৃতি দেবার সময় এসেছে। —রয়টার

জানুয়ারিতে বাংলাদেশের কারেন্সি নোট ছাড়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার ১, ৫ ও ১০ টাকার নতুন কারেন্সি নোট বাজারে ছাড়বেন।

এই নোট ছাপানোর জন্য ইতিমধ্যে একটি বন্ধু রাষ্ট্রের টাঁকশালে অরডার দেওয়া হয়েছে। যতদিন না নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়, ততদিন পাকিস্তানী নোটের উপর গবরনমেন্ট অব বাংলাদেশ সীল দিয়ে তা চালু রাখা হবে।

বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বুধবার এই তথ্য জানান।

বাস দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যু

আলিপুর টাঁকশালের কাছে রবিবার বেলা ১১-৪০ মিনিটে ১৪ বছরের এক কিশোর বাস দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি একটি বাসের বামপাশে চেপে যাচ্ছিলেন। ঝাঁকানিতে পড়ে যান এবং অন্য একটি বাসে চাপা পড়েন।

আর-এক রাজধানী থেকে / রণজিৎ রায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পালটে দিয়েছে

ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের রাজধানী হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী সরাসরি আক্রমণ রচনা করতে বাধ্য হননি। তবু ঢাকার শরীরে যুদ্ধের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিশেষ করে হানা দিয়েছিলেন। বোমার ঘায়ে ঐ বিমান ঘাটি খুবই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। মেরামতির কাজ চলছে; কিন্তু এখনো হেলিকপটার এবং ছোট রাণওয়ে থেকে উড়তে পারে, এখন বিমান ছাড়া অন্য বায়ু-যান ওখান থেকে উড়তে পারছে না। বিমান বন্দর থেকে শহরে যাওয়ার পথে এক বিরাট খাদ—বোমার চিহ্ন। রাজ্যপালের বাসভবন এবং অন্য কয়েকটি বাড়িতেও বোমার আঘাত লেগেছিল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় : ভারতীয় বিমান বাহিনী জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বোমা বর্ষণ থেকে বিশেষভাবে বিরত ছিলেন।

যুদ্ধের ফলে শহরের যা কিছু ক্ষয় হয়েছে তা সারিয়ে ফেলতে সময় লাগবে না। কিন্তু হানাদার বাহিনী নয় মাস ধরে যে তাণ্ডব চালিয়ে গিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করতে অনেক দিন লাগবে। ওরা ট্যাংক দিয়ে রমনা এবং কালীবাড়ি এলাকা দুটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে। শাঁখারিটোলার অলি-গলিতেও প্রতিটি বাড়ি ওদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আছে।

পাক বাহিনীর অত্যাচার ও খুনের প্রথম শিকার হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিভিন্ন ছাত্রাবাস। কত শিক্ষক ও ছাত্র নিহত হয়েছে তা এখনো বলা কঠিন। ঐ এলাকার বাড়িগুলিও বিধ্বস্ত হয়েছিল। সে সব ক্ষত সরিয়ে ফেলা হয়েছে; কিন্তু হৃদয়-ক্ষত আর সারবার নয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দমনের বিরুদ্ধে বহু দিন আগে গড়া শহীদ স্মৃতিস্তম্ভগুলিও খান সেনারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেগুলি পুনর্গঠিত হয়নি; কিন্তু ঐ স্থানটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে এক পরম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

খান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ঢাকায় দ্রুত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসছে। অত্যাচারের ভয়ে যারা গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তারা ঢাকায় ফিরে আসছেন। ঢাকা-মুখী সব রাস্তাতেই চোখে পড়ছে ঘরে ফেরার দৃশ্য। মেয়েরা, ছোট ছেলে-মেয়েরা নির্ভয়ে রাস্তায় বের হচ্ছেন। স্কুল-কলেজ এখনো বন্ধ: কিন্তু দোকান-পাট, বাজার, সিনেমা হল—সবই খুলেছে।

খান সেনারা ঠাণ্ডা মাথায় ১০ লক্ষাধিক লোককে খুন করেছে। বাড়িঘর লুঠ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বহু নারীর উপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে। স্বভাবতই, বাঙালীরা প্রতিশোধের জন্য প্রহর গুনেছিল। মাত্র দিন কয়েক আগে—১৪।১৫ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানীদের দালালরা কয়েকজন নারী সমেত ঢাকার অন্তত ১২০ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যা করে। এই হত্যা প্রতিশোধের স্পৃহাকে আরো তীব্র করে তুলেছিল।

এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে সংযত করা যে খুবই কঠিন সেটা ভারতীয় বাহিনী ঢাকার প্রবেশের আগেই বুঝতে পারছিলেন। মুক্তি বাহিনীর বহু যোদ্ধা এবং হাজার হাজার গেরিলা অস্ত্র হাতে কেড়ে-নেওয়া গাড়িতে চড়ে ঢাকায় ঘুরতে শুরু করেছিল। অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে, অনুমান করে ভারতীয় বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে শহরের সর্বত্র—বিশেষ করে ভাষাগত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় প্রহরার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থা না নিলে ঢাকায় রক্ত-গঙ্গা বয়ে যেতো। দু-একটি তুচ্ছ ঘটনা ঘটেছে। গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণ শান্ত। শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

বাংলাদেশের মানুষ শ্রীমতী গান্ধী এবং ভারতের প্রতি প্রীতির ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে এশিয়াতে ক্ষমতার ভারসাম্য পালটে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বই বোধহয় তা স্বীকার করে। ঢাকায় আসার পথে বিমানে একজন আমেরিকান সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন—এত দিন এশিয়ার এই অঞ্চল সম্পর্কে তিনটি 'গ্রেট পাওয়ার' আগ্রহান্বিত বলে পৃথিবীর মানুষ মনে করত; কিন্তু এবার চারটি 'গ্রেট পাওয়ারের' কথা ভাবতে হবে। তারা হল: আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন—এবং ভারত। মারকিন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আগমন এবং জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের দিন চীনের হুমকিতে ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোক বিস্মিত।

ওদের আচরণে বাংলাদেশে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে কথা জেনে পিকিং কিংবা ওয়াশিংটন কেউই খুশী হবে না। প্রথম সুযোগেই বাঙালীরা ঢাকাস্থিত মারকিন তথ্য কেন্দ্রে আক্রমণ চালায়। চীন প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালীর উক্তি : 'আমি চীনের মুখে থুথু দিই।' এই মনোভাবের জের ক্ষয় করতে চীন এবং আমেরিকার অনেক দিন লাগবে। ভারত ছাড়া আর একটি মাত্র দেশকে বাংলাদেশের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখছেন—সে দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ঢাকা মুক্ত হওয়ার পর পাঁচ দিন কেটে গেল; কিন্তু বাংলাদেশের সরকার এখনো ঢাকায় এসে কাজ শুরু করেননি। এর ফলে নানা গুজব রটছে যেগুলি নেতাদের পক্ষে খুব আরামদায়ক নয়। সরকারে নাকি ব্যক্তি তথা আদর্শগত ভেদ দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নাকি অন্যান্য দলকে সরকারে নিতে চাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় কথা : সাধারণ মানুষ গঠন ও কল্পনা শক্তিতে ভরপুর উদ্যোগী নেতৃত্বের অভাব বোধ করছেন। ফলে সকলেই শেখ মুজিবরের মুক্তির পথ চেয়ে আছেন।

বাংলাদেশের সামনে রয়েছে পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব। নতুন খন্দ উঠলে খাদ্য-শস্যের অভাব সহজ হতে পারে; কিন্তু শিল্প একেবারে অচল অবস্থা। অধিকাংশ শিল্পপতিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। তারা সেখান থেকেই কাঁচামাল আনত, উৎপাদনের অনেকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানেই পাঠাত। শিল্প উৎপাদন শুরু করার আগে কাঁচামাল এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সম্পর্কিত সমস্যা দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে যত দেরি করা হবে অবস্থা ততই জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অসামরিক প্রশাসন স্বাভাবিক করে তোলা। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় দালালরা রেডক্রসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে; ছোট দালালদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে না। কিন্তু যারা বাংলাদেশের প্রকৃত অনুগত তাদের পক্ষেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বাভাবিক কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত কাজ করা কঠিন।

বাংলাদেশ সরকার ১ কোটি শরণার্থীকে দেশে ফিরে যেতে দিতে এবং তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওদের সম্পত্তি ইতিমধ্যেই ইয়াহিয়ার দালালদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মত শহর অঞ্চলে ঐ সম্পত্তি ফিরে পেতে খুব অসুবিধা হবে না। কারণ পাক বাহিনীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দখলদাররা ঐ সব বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার অসংখ্য বাড়ি নতুন করে গড়তে কিংবা মেরামত করতে বাধ্য হবেন। প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করার মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অগ্নিপরীক্ষা হবে। তবে, এ কাজ আশু সম্পাদন করা অপরিহার্য।

পুনর্গঠনের কাজ বাংলাদেশকে নিজেকেই করতে হবে। প্রথম প্রথম অনেক অসুবিধা হবে; কিন্তু সেগুলি কাটিয়ে ওঠার দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রশাসক ও নেতাদেরই নিতে হবে। ভারত সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশকে প্রভূত সাহায্য করেছে; কিন্তু তাই বলে ভারত নতুন দেশের বহুমুখী আর্থিক সমস্যাদিও সমাধান করে দেবে—এমন প্রত্যাশা অবাস্তব।

*

(বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী ঢাকা যাওয়ার আগে লিখিত।)

বাংলাদেশ : এবার সংগঠনের সংগ্রাম

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুজিবনগর থেকে ঢাকা—এতদিনে। সেখানে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম এবং প্রধান বিচার্য—আইন-শৃংখলা। বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী কামারুজ্জমান ঢাকা রওনা হওয়ার আগে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে আইন-শৃংখলা আয়ত্তে আনতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মন্ত্রিসভার সামনে আর একটি কাজ সরকারী ভাষা। চিঠিপত্র, অর্থাৎ সরকারী কাজকর্ম সবই চলবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকারী কাজ চলবে ইংরেজীতে। সেক্রেটারিয়েটে মন্ত্রীদের ঘরে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি রাখা হবে।

মন্ত্রীরা আপাতত প্রেসিডেন্ট ভবনে বাস করবেন। তাঁরা ঢাকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তাঁদের আবেদন—"আপনারা ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। আর ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন। তাই বহু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সমান অংশীদার হতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, দেশদ্রোহীদের বিচারের ভার সরকার নিচ্ছেন। তাই আপনারা এখনই অস্ত্রশস্ত্র জমা দিন। যদি কোন দেশদ্রোহী কোন অস্ত্র লুকিয়ে রাখে নিকটবর্তী থানা বা মুক্তিবাহিনীর শিবিরে খবর দিন। নিজ হাতে কারও বিচার করবেন না।

বাংলাদেশ সরকার আইনের শাসন প্রবর্তন করবেন। আইনের বিচারে কেউ দোষী হলে সে নিশ্চয়ই সাজা পাবে। এ সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।

বুধবার মুজিবনগরে বাংলাদেশের একাধিক মন্ত্রী তাঁদের নানা সমস্যার কথা বলেন. অর্থমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলী জানান, পাক দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবন একেবারে ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, খুলনায় আত্মসমর্পণ করার এক ঘণ্টা আগে স্টেট ব্যাংকে গিয়ে এক কোটি টাকার কারেন্সি নোট জ্বালিয়ে দেয়। আর বহু টাকা লুঠ করে নিয়েছে।

পুনর্গঠনের ব্যাপারে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ শুরু করা হবে। প্রথমে ঢাকার সঙ্গে সারা রাজ্যের রেল ও সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ইতিমধ্যে ভারতীয় বাহিনী রেল লাইন ও সড়ক সেতুর মেরামতের কাজ শুরু করেছেন। ভারতের, বিশেষ করে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু না হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় মালপত্র নেওয়ার অসুবিধা হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে হার্ডিনজ ব্রীজের মেরামতের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। গোটা দেশ পুনর্গঠনে প্রয়োজন হবে প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা। যত দেরি হবে, শরণার্থীদের ফিরে যেতেও তত বেশি দেরি হবে।

শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহনির্মাণে সি. আই শীটের অভাব দেখা দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী খোন্দকার সাহেব বললেন, ভারতেও পর্যাপ্ত সি আই শীট নেই। ভারত সরকার একথা বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন। সি আই শীটের বিকল্প কি পাওয়া যায়, এখন তা ভেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সামনে এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটি সমস্যা হল, জাতীয় পরিষদের ১৬৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ঠিক কতজন পাক বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন—এর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সরকার ইতিমধ্যে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন, কোন্ সদস্য কোথায় আছেন বা কীভাবে শহীদ হয়েছেন, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এ সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ বলেছেন, শূন্য আসনে তাড়াতাড়ি উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা একজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন করবেন।

সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারত থেকে কয়েকজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ চেয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহে ভারত থেকে, বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাই-কোর্টের কয়েকজন প্রবীণ বিচারপতি ঢাকা যাবেন। এবং বাংলাদেশ সরকারকে তিন-চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া সংবিধান তৈরী করে দেবেন।

ঢাকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আছে। সিদ্ধান্তগুলি দু-একদিনের মধ্যে অরডিন্যান্স করে ঘোষণা করা হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ক্ষমতা-বলে এই অরডিন্যান্স জারী করবেন। প্রথম অরডিন্যান্স হল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ একত্র করে একটি গণপরিষদ গঠন, দুই॥ পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকের কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা, বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণ, তিন॥ প্রেস ট্রাসটের অধীনস্থ সরকারী সংবাদপত্র, যেমন পাকিস্তান টাইমস, সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রভৃতি সংস্থা সরকার হাতে নেবেন। পরে কর্মচারী-দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে বাংলাদেশ সরকার সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মুজিবনগর ত্যাগ করার আগে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের ব্যাপারে স্থির হয়েছে—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ফিরে না আসা পর্যন্ত মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হবে না। সেই সঙ্গে এও স্থির যে, কোনও কোয়ালিশন সরকার তাঁরা করবেন না।

বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ-স্থানীয় নেতাদের আবার প্রশ্ন করেছিলাম—শেখ মুজিবর কবে আসছেন। উত্তরে তাঁরা বলেন, তিনি শীঘ্রই আসছেন। এ ব্যাপারে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহ নেই।

মুজিবনগর ত্যাগ করার আগে মন্ত্রি-পরিষদ আবার বলেন, এবার আমাদের আসল সংগ্রাম শুরু হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এবং শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন যেদিন হবে, সেদিনই সোনার বাংলা সার্থক হবে। কিন্তু সরকারের মনে কোন আনন্দ নেই—নেই কোন উল্লাস। তাঁরা বলেন, দেশ স্বাধীন হোল—আমরা যে কত বন্ধুবান্ধব হারিয়েছি—তাদের তো আর ফিরে পাব না। —একথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মন্ত্রীরা।

বাংলাদেশে সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার চাই

—মুজঃফর আমেদ

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ জাতীয় আওয়ামি পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মুজঃফর আমেদ সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, আরেকটি সাধারণ নির্বাচন না হওয়া অবধি পাকাপাকি কোন সংবিধান গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তিনি তাই অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ গণ-গতভাবে পালটে গিয়েছে। সেজনাই পাকাপাকি ভাবে সংবিধান গ্রহণের আগে আরেকটি সাধারণ নির্বাচন হওয়া দরকার।

তিনি "মহান প্রতিবেশী ভারতকে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য" কৃতজ্ঞতা জানান। মুক্তি যুদ্ধে সাহায্য এবং শরণার্থীদের আশ্রয় দানের জন্য তিনি ভারতকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকেও ধন্যবাদ জানান।

তিনি আমেরিকার সমালোচনা করে বলেন, আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ এম এ লতিফের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় দাবি করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করার জন্য দায়ী পাক সৈন্য ও আধা সামরিক লোকজনের বিচার হোক। —ইউ এন আই

শরণার্থী শিশুদের জন্য অসট্রেলিয়ার চিনি

দিল্লি অফিস

২২ ডিসেম্বর — বাংলাদেশের শরণার্থী শিশুদের জন্য ৩০ টন মিহি চিনি নিয়ে আজ সকালে একটি বিমান সিডনি থেকে এখানে এসে পৌঁছায়।

শরণার্থী শিশুদের জন্য অসট্রেলিয়া সরকার মোট ৫,০৩০ টন চিনি দান করেছেন। প্রথম কিস্তিতে আজ ওই চিনি এখানে পাঠানো হয়। জানুয়ারির মাঝামাঝি বাকিটা কলকাতায় পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সত্তর বর্ষপূর্তি এবং বিশ্বভারতীর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ রচনা

১৩০৮ সালের সাতই পৌষ (ডিসেম্বর, ১৯০১) শান্ত, জনবিরল শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যালয়ের সূচনা করেছিলেন আজ তার সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব। শিলাইদহের পদ্মাতীরে নৌকাবাসে সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন কবির অন্তরে যে-দিন শান্তিনিকেতনের রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের আহ্বান পৌঁছেছিল, সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে শুধু বাঁশি বাজাবার কিংবা কবিতার মালা গাঁথার ভার দেননি—শান্তিনিকেতনের অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠে শিশুদের সেবার কাজেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাই, শিক্ষাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ করে তোলার এবং শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানোর সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ও প্রধান সহযোগী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সে-কথা স্মরণ করে লিখেছেন : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাষ্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ১৩০৮-এর অঘ্রান মাসে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর অনুরাগী খৃষ্টান শিষ্য রেবাচাঁদকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। রেবাচাঁদ ছিলেন শিক্ষাব্রতী সিন্ধী যুবক। এদিকে রবীন্দ্রনাথ পুরীর সমুদ্র-তীরের বাংলো বাড়ি বিক্রী করে বিদ্যালয় বাড়ি নির্মাণ শুরু করেছেন, তাঁর দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থাগারটি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত করেছেন এবং শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেছেন জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব ও চাল-চুলোহীন ইংরেজ যুবক লরেন্স সাহেবকে। রবীন্দ্রনাথের তরফে ছাত্র ছিলেন তাঁর দুই পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের সংগ্রহ করলেন ব্রহ্মবান্ধব এবং তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' উপাধি দেন।

মাত্র পাঁচজন ছাত্র রথীন্দ্রনাথ, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত ও সুধীরচন্দ্র নানকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সাতই পৌষ আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন দীক্ষানুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর পিতৃদেব যে-গানগুলি রচনা করেন তাদের অন্যতম হল—"মোরা সত্যের 'পরে মন—।" "আমাদের শান্তিনিকেতন" রচিত হওয়ার আগে ওই গানটিই ছিল আশ্রম-সংগীত। সেদিন দীক্ষাগ্রহণকারী ছাত্রদের পরিধেয় ছিল লোহিত বর্ণের বস্ত্র। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ওই বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমাগত অতিথিদের সম্ভ্রম-পূর্ণ দৃষ্টির সামনে তাঁরা বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই এ-যুগের ছাত্রদের তিনি শান্তিনিকেতনের নির্জন আশ্রমে আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তাঁরা যেখানে থাকবেন সেইখানেই মঙ্গল হবে, তাঁরা সকলের ভালো করবেন এবং তাঁদের দেখে সকলে ভালো হবেন। এই হল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভকালের প্রথম সংকল্প বৃত্তান্ত।

*

তারপর কেটে গেল কুড়ি বছর। প্রতিষ্ঠা হল বিশ্বভারতী। ১৩২৮ সালের আটই পৌষ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। ওইদিনে রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের হাতে বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করেন।

অবশ্য বিশ্বভারতীর প্রথম সূচনা হয় আরো বছর তিনেক আগে, ১৩২৫-এর ৮ই পৌষে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বিশ্বভারতীর স্থাপনা করেন এবং ১৩২৬-এর ১৮ আষাঢ় থেকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রমানসে বিশ্বভারতীর সংকল্পন কিছুকাল আগেই জেগেছিল—১৩১৬ সালে লেখা একখানি চিঠিতে লিখছেন : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল-বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব—এই আমার মনে আছে—সর্বমানবের জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। রবীন্দ্রনাথের ওই সংকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয় বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায় আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" এই মন্ত্রের উদ্গাতা তিনি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্পিত শিক্ষাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতী স্থাপনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। যাদের সহায়তায় ১৩২৬ সালে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয় তাঁরা হলেন শাস্ত্রী মহাশয়, সিংহলের রাজগুরু মহাস্থবির, সি এফ এনডরুজ, ক্ষিতিমোহন সেন, ভীমরাও শাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নকুলেশ্বর গোস্বামী, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ, কপিলেশ্বর মিশ্র প্রমুখ। বিদ্যা-সমবায়ের এই বড়ো ক্ষেত্রটিতে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যাচর্চার আয়োজন করেছিলেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাতা। ঘোষণা করেছিলেন—"বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলাশিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।"

বিশ্বভারতীকে আনুষ্ঠানিকভাবে জনসাধারণের হাতে তুলে দেবার আগের দিন সাতই পৌষের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাতেও বিশ্বভারতীর আদর্শের সুরটি ধ্বনিত হয়—"এ বৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে।"

তারপর ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী হল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।

—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ত্রিপুরা অ্যাড হক কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া ত্রিপুরার জন্য ২০ জন সদস্যের একটি অ্যাড হক কংগ্রেস কমিটি গঠন করেছেন। অধ্যাপক উই কে রায় এই কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন : শ্রী এ কে ভট্টাচার্য ও শ্রীমোহনদেব বর্মন। —পি টি আই

ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

এক ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে বার বার টাকা আদায় করার অভিযোগে বুধবার কলকাতা পুলিশ কারজন পারক এলাকায় একজন যুবককে গ্রেফতার করেছে।

কলকাতা পুলিশের এক মুখপাত্র ওই খবর দিয়ে বলেন, এর আগেও একবার গোয়াবাগান অঞ্চলের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীকে খতম করার ভয় দেখিয়ে পাঁচ শ টাকা আদায় করা হয়। এবার এক হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল। গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেয়ে আগে থেকে ফাঁদ পেতে যুবককে হাতে নাতে ধরেছে।

প্রচুর টাকা সহ নামকরা পাক দালাল পাকড়াও

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর—সাইত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে ব্রহ্মদেশে পালাবার সময় চট্টগ্রামের কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি শ্রীফজলুল কাদের চৌধুরী ধরা পড়েছেন। শ্রীচৌধুরী ছিলেন পাক-সেনাদের একজন নামকরা দালাল।

শ্রীচৌধুরী গত সতের ডিসেম্বর একটি নৌকা কেনেন ব্রহ্মদেশ তীরে পৌঁছাবার জন্য। কিন্তু নৌকার চালকের সন্দেহ হয়। সে নৌকা ছাড়তে অক্ষমতা জানায় এবং বলে, একা যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে তীরে নৌকা বেঁধে গ্রামে আরও কয়েকজন মাঝিকে ডাকতে যাওয়ার ভান করে।

গ্রামে পৌঁছে সে গ্রামবাসী ও মুক্তিবাহিনীকে ঘটনাটা জানায়। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এসে শ্রীচৌধুরীকে পাকড়াও করে।

দেশের যে কোন অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য বিল

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ আজ লোকসভায় সংবিধানের ২৮তম সংশোধন বিলটি পেশ করেছেন। বিলে রাষ্ট্রপতিকে এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনে তিনি দেশের যে কোন অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। বিরোধী পক্ষ থেকে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি তুলে বিলটির উত্থাপনে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৪৮—৭৪ ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

এই বিলে সংবিধানের ৩৫২ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত অনুচ্ছেদে (৩৫২/১) বলা হয়েছে: রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বত্র অথবা দেশের একাংশে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাহলে তিনি প্রয়োজনবোধে দেশের সর্বত্র অথবা দেশের একাংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন।

বিরোধী পক্ষ থেকে বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁদের প্রধান অভিযোগ: বিলটি সভায় পেশ করার আগে তাঁদের সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ করা হয়নি।

তাঁদের আরও অভিযোগ: জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা উচিত নয়।

বিরোধী পক্ষের সদস্যদের চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকলে স্পীকার শ্রী ধীলন এক সময় সদস্যদের উদ্দেশ করে বলেন, বাংলাদেশের সংহতি প্রমাণিত হওয়ার পর আমি এমন কোন আচরণ করতে চাই না, যা আপনাদের পক্ষে দুঃখজনক।

বিলটির সমর্থনে মন্ত্রী শ্রী পন্থ বলেন, সব দিক বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রী পন্থ বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলেন যে, এই বিলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার এলাকা সীমিত করে আনার জন্য সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে দেশের জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখা হবে না। বিশেষ এলাকার দাবি ও প্রয়োজন অনুসারে সরকার যাতে জরুরী অবস্থা বলবৎ করাতে পারেন, তার জন্যই এই বিল।

সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরাজ-বাহাদুর তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, এই সংশোধন বিলটি সম্পর্কে তিনি আগে বিরোধী পক্ষের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তখন সকলেই বিলটি সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছিলেন।

চারজন আইনজীবীর আবেদন

সুপ্রিম কোর্টের চারজন অ্যাডভোকেট আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক আবেদনে সংবিধানের ২৮তম সংশোধন বিলটি নিয়ে আর না এগোনোর অনুরোধ জানিয়েছেন। এই চারজন হচ্ছেন সর্বশ্রী আর কে গর্গ, এ কে গুপ্ত, এস পি আগরওয়ালা এবং এন জেঠার।

রাজ্যসভার অধিবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি

রাজ্যসভার বর্তমান অধিবেশনের মেয়াদ একদিন বাড়ানো হয়েছে। আগামীকাল বর্তমান অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় শুক্রবারও অধিবেশন বসবে।

> **এবার জিন্নার জন্মদিনে পাকিস্তানে ছুটি নেই**
>
> নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—আজ শ্রী জেড এ ভুট্টোর নতুন সরকার ঘোষণা করেছেন, খৃষ্টোৎসব ও পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর এ বছর পাকিস্তানের ছুটির দিন বলে গণ্য হবে না।
>
> রেডিও পাকিস্তান এই ঘোষণা করে বলেছে, খৃষ্টানরা ওইদিন তাঁদের ছুটি নিতে পারেন। —পি টি আই

রাশিয়ার বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

টোকিও, ২২ ডিসেম্বর—টোকিওর গভরনর শ্রীরিয়োকিচি মিনোবে গত মাসে পিকিং গিয়েছিলেন। তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

শ্রী মিনোবে আজ এখানে সাংবাদিকদের জানান যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চীন সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

তিনি আরও জানান যে, যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন কিছু গোপন করার ইচ্ছা চীনের নেই।

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মিনোবে জানান, চীনের প্রধানমন্ত্রী মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত। —ইউ পি আই

নুরুল আমীন শপথ নিলেন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পারটির চেয়ারম্যান পাক জঙ্গীশাহীর সাকরেদ শ্রীনুরুল আমীন আজ ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন। খবরটি জানা গেল পাক বেতার মারফত।

শ্রীআমীনকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাক প্রেসিডেন্ট শ্রী জেড এ ভুট্টো।

শ্রীআমীনই পাকিস্তানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট। —ইউ এন আই

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

(রিফাইনারিজ ডিভিসন)

হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্ট

টেণ্ডার আহ্বান করিয়া নোটিস

১। জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (রিফাইনারিজ ডিভিসন), হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্ট-এর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্টের জন্য নিম্নোক্ত কাজের নিমিত্ত সুদৃঢ় কারিগরি ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের নিকট হইতে দফাওয়ারি দরের সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কারিগরি যোগ্যতা ও আর্থিক সঙ্গতির সমর্থনে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে কাগজপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মক্কেলদের নাম ও ঠিকানা, হালে সম্পাদিত সমতুল ঠিকা এবং ব্যাঙ্ক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার শংসাপত্র দিতে হইবে।

২। কাজের নাম	টেণ্ডারের কাগজপত্রের দাম	কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ
হলদিয়া রিফাইনারি টাউনশিপে অনাবাসিক বিল্ডিং নির্মাণ		
পার্ট (এ) আনুষঙ্গিক কাজসহ ক্লাব বিল্ডিং নির্মাণ	প্রতি প্রস্থ ৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য)	১০ মাস
পার্ট (বি) হাসপাতাল বিল্ডিং নির্মাণ		১০ মাস
পার্ট (সি) গেস্ট হাউস নির্মাণ		১০ মাস

ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা উপরোক্ত পার্ট এ, বি এবং সি অন্তর্ভুক্ত যে কোনো একটি বা একাধিক কাজের দর দিতে পারেন।

নগদে বা হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্টের অ্যাকাউন্টস অফিসারের অনুকূলে মণিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দ্বারা প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) পাঠাইলে ২৯-১২-৭১ হইতে ১২-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো কাজের দিনে অফিস চলার সময় নিম্নোক্ত যে কোনো অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে:—

ক) ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ রিফাইনারিজ ডিভিসন, হলদিয়া রিফাইনারি প্রজেক্ট, পোঃ অঃ হলদিয়া, জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

খ) ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ রিফাইনারিজ ডিভিসন, ৯ সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৭

টেণ্ডার প্রদত্ত মূল্যের ১% (এক পারসেন্ট) বায়না বাবদ জমা দিতে হইবে এবং উহা টেণ্ডারের কাগজের নির্দেশমতো ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিসন) হলদিয়া জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর অনুকূলে নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দ্বারা দিতে হইবে।

২৩-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত হলদিয়াতে চিফ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিনই বিকাল ৪টার সময় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ (রিফাইনারিজ ডিভিসন) হলদিয়া রিফাইনারি প্রঃ কর্তৃক টেণ্ডার ইচ্ছানুসারে কাজ ভাগ করিয়া বা জন্য টেণ্ডারদাতাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার অধিকার সংরক্ষিত এবং টেণ্ডারদাতাগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো বা সকল টেণ্ডার বাতিল করিবার অধিকারও কর্পোরেশন কর্তৃক [illegible]

মারকিন কাগজে ভুট্টোর কড়া সমালোচনা

নিউ ইয়রক, ২২ ডিসেম্বর—নিউ ইয়রক টাইমস বলেন পাকিস্তানে অনেক দিক থেকেই গুরুতর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে নিয়েই এই পরিবর্তন করতে হবে।

কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তব অবস্থার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলার তাঁর যে দক্ষতা আছে, যাকে কেউ কেউ নিছক রাজনৈতিক সুবিধাবাদ বলে মনে করেন, তা পাকিস্তান ও তার নতুন প্রেসিডেন্ট দুইয়েরই ভালভাবে কাজে লাগতে পারে। কারণ নতুন বাস্তব ঘটনাবলী নতুন নেতার পক্ষে যেমন সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করে তেমন সমস্যারও সৃষ্টি করে।

এই পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে যে, ভারত ও মুক্তি বাহিনীর পক্ষে পাকিস্তানের যুদ্ধে গুরুতর হারে পাকিস্তানের গুরুতর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

গত সপ্তাহে এখানে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছিলেন যে পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা তিনি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন।

তিনি যদি এখন তাঁর বহু ঘোষিত বাগাড়ম্বর নিয়ন্ত্রণের নৈপুণ্যকে পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে জনসাধারণকে গণতন্ত্র এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে পরিচালিত করেন তাহলে তিনি অ্যামেরিকার সমর্থন লাভের যোগ্য হবেন।

গত শনিবার তাঁর ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট তাঁকে এই সমর্থনের আভাস দিয়েছেন। —এ পি

বৃটিশ পত্রিকার মন্তব্য

লন্ডন থেকে প্রেরিত এ এফ পির সংবাদে প্রকাশ, গতকাল ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমরা এইজন্য লড়াই করব বলে পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো যে ঘোষণা করেছেন তা নিছক অলংকারিক ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাকিস্তানে শ্রীভুট্টোর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ এবং পাকিস্তান বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করে এই কাগজে বলা হয় যে পাকিস্তানের হতাশা পীড়িত জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় জাতীয় সত্তার ভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে; দ্বিতীয়ত সম্ভবত দূর ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে কোনরকম একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

এ সপ্তাহেই বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে রেল যোগাযোগ

স্টাফ রিপোরটার

এ সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রেল যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

ই বি রেলের মূল লাইন দর্শনা থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত। মাঝে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। বহু জায়গায় এই লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। সৈয়দপুর এবং হিলির মাঝে ফুলবাড়ি স্টেশন থেকে চরকাই স্টেশন পর্যন্ত ডবল লাইনের একদিকের লাইন তুলে ফেলে সেনাবাহিনীর ইনজিনিয়াররা দ্রুত রাস্তা বানিয়ে ফেলেন। সেই পথে ভারতীয় বাহিনী ফুলবাড়ি থেকে চরকাই যান। এবং চরকাই মুক্ত করে গ্রামের পথে দ্রুত নবাবগঞ্জ পৌঁছে পাক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

এই লাইন আবার বসিয়ে ফেলা হচ্ছে। পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর-রংপুর এবং সান্তাহার-বগুড়া লাইনও ইনজিনিয়াররা পুনরায় চলাচলের উপযুক্ত করে তুলছেন।

সড়ক পথে পাক দখলদার বাহিনী যেসব পুল উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে সেগুলির মেরামতিও শুরু হয়েছে। যাতে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক যোগাযোগও দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং ডাক ও তার পুনঃপ্রবর্তনের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি শহরে এরই মধ্যে বিজলী বাতি জ্বলছে। পানীয় জলও পেয়েছে। গোরাঘাটের বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউস চলছে রয়েছে।

সৈয়দপুরের বিমান বন্দরটিও দ্রুত ব্যবহারযোগ্য করা হচ্ছে।

ঠাকুরগাঁও-র একটি চিনি কল এরই মধ্যে খুলেছে। অন্যগুলি খোলার তোড়জোড় হচ্ছে। এখানে বাস চলাচলও করছে।

সৈয়দপুর শহরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। যদিও পাক দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণের পর এখানকার অবাঙ্গালী মুসলমানরা ভারতে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং শহরে কিছু উত্তেজনা ছিল। শনিবার ১৮ ডিসেম্বর পাক সেনারা যখন সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণ করে সেই সময় কয়েক হাজার বাঙ্গালী মুসলমান ভারতীয় বাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে শহরে জমায়েত হন। তাঁরা ছিলেন আনন্দে অধীর। অবাঙ্গালী মুসলমানেরা মুহ্যমান। কিন্তু শান্তিভঙ্গের কোন ঘটনা ঘটেনি। অবাঙ্গালী ট্রাফিক পুলিশকে যথারীতি ট্রাফিক কনট্রোল করতে দেখা যায়। থানায় ও অবাঙ্গালী পুলিশ ডিউটি করছিলেন। বিহারী মুসলমান এ সি আমাদের বললেন—তাঁরা বাংলাদেশ ছেড়ে যাবেন না। এখানেই থাকতে চান।

এই শহরে এক লক্ষ লোকের মধ্যে ৭৫ হাজারই অবাঙ্গালী মুসলমান এবং ২৫ মারচের পর অবাঙ্গালী মুসলমানেরা সৈয়দপুরের নামকরণ [illegible]

বুধবার বাংলাদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী মুজিবনগর থেকে দমদম হয়ে স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী ঢাকার পথে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম জনগণের উদ্দেশে অভিবাদন জানাচ্ছেন। —নিজস্ব-চিত্র

ভুট্টো মসকো-পিকিং যাচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

জানাতে চান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি ছাড়বেন।

শ্রীভুট্টো কথা দিয়েছেন, সংবিধান তৈরি হলেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে।

পাকিস্তানের চার গবরনরেরই চাকরি গেল

সামরিক গবরনরদের সরিয়ে দিয়ে পানজাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য পাক প্রেসিডেন্ট ভুট্টো নতুন তিনজন গবরনর নিয়োগ করেছেন। নতুন গবরনররা সামরিক প্রশাসক হিসাবেও কাজ করবেন। —খবরটি পাক বেতারের।

তিনজনই ভুট্টো সাহেবের পিপলস পারটির লোক। নাম—শ্রীগোলাম মুসতফা খার (পানজাব), শ্রীমমতাজ আলি ভুট্টো (সিন্ধু) ও শ্রীহায়াৎ মহম্মদ খান সেরপাও (উঃ পঃ সীঃ প্রঃ)।

বিদায়ী সামরিক গবরনররা হলেন: লেঃ জেঃ আতিকুর রহমান, লেঃ জেঃ খাম গুল ও লেঃ জেঃ কে এম আজহার খান।

বালুচিস্তানের গবরনর লেঃ জেঃ রিয়াজ হোসেনকেও সরানো হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রদেশের জন্য নতুন গবরনর নিয়োগ করা এখনও হয়নি। প্রদেশের দলীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট নতুন গবরনর নিয়োগ করবেন।

সিন্ধুর নতুন গবরনর শ্রীমমতাজ ভুট্টো সম্পর্কে পাক প্রেসিডেন্টের ভাই হন। পাক প্রেসিডেন্টের মতে: ভাইটি জেল খেটেছিল বলে জনগণের সেবা করার একতিয়ার তাঁর জন্মেছে। তার উপর এমনিতেও খুব চালাক চতুর। —পি টি আই ও ইউ পি আই

বাইশটি ধনী পরিবারের প্রতি ভুট্টো খড়্গহস্ত

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টো সাহেব তাঁর দেশের ২২টি ধনী পরিবারের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। ওইসব পরিবারের প্রত্যেকের পাশপোর্ট আটক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের আর্থিক জগত মোটামুটিভাবে এই বাইশটি পরিবারের কবজায়।

একজন পাক-সরকারী মুখপাত্র আজ সাংবাদিকদের বলেন যে, ওইসব ধনী পরিবারের বিদেশে যাবতীয় সম্পদের হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিসাব দেওয়ার সময় সীমা ফুরিয়ে আসছে। এই খবর রেডিও পাকিস্তানের।

নয়া প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টো সাহেব তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বিদেশে গচ্ছিত সমস্ত সম্পদ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ধনী ব্যক্তিদের বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'স্বেচ্ছায় এই কাজ না হলে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তখন কিন্তু আমি দায়ী হব না।'

পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এই বাইশটি পরিবারের প্রধানরা হলেন: এ কে খান, আদমজী, আমিন বাসির, ভাওয়ানী, দাউদ, ফ্যান্সি, গানধারা হাবিব, হাবিব (অরাগ), হোতি, হুসেন, হোসনস, ইসপাহানী, করিম, মোলাবকস, মনেলো, রঙ্গুনওয়ালা, সাইগল, শেখ ভাকাকা ও ওয়াজির আলি।

বিদেশ থেকে সম্পদ স্বদেশে ফিরিয়ে আনার সর্বশেষ কোন তারিখ অবশ্য দেওয়া হয়নি। —ইউ.এন আই

ভারত-বাংলাদেশ আলিঙ্গনাবদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ওই কথা বলেন। উত্তরে শ্রীরায় বলেন, ৫৫ কোটি ভারতবাসী ও তাদের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা আপনার জনগণ ও সরকারের প্রতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১৭ এপরিল মুজিবনগরে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর বুধবার ভারতীয় সময় তিনটার একটু পরে শ্রীইসলাম, এবং তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্যগণ একটি বিশেষ বিমানে ঢাকা রওনা হয়ে যান। বিমান বন্দরে শ্রীরায় ছাড়া পররাষ্ট্র বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রীঅশোক রায়, সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল শ্রীরুস্তমজী, আই জি শ্রীগোলক মজুমদার সহ বহু সরকারী অফিসার তাঁদের শুভেচ্ছা জানান।

শ্রীইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন বিমানে ওঠার আগে কলকাতার সাংবাদিকদের বলেন, আপনাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কলকাতার সংবাদপত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

শ্রীতাজুদ্দিনকে প্রশ্ন করা হয়, ঢাকায় আপনাদের বিশেষ কাজ কী হবে? উত্তরে তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা নয় মাসে যে ধ্বংস করেছে তা পুনর্গঠন করতে প্রতিটি কাজই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে।

আর একটি প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ঢাকার নাম মুজিবনগর করা হোক। সে ইচ্ছা পূরণ করা হবে।

প্রঃ জনাব ভুট্টো বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে গৃহবন্দী করা হবে, জনগণ চাইলে মুক্তি দেওয়া হবে।

শ্রীআমেদ—যুদ্ধবাজ ভুট্টোর কোন কথা আমরা বিশ্বাস করি না। সামরিক দস্যুদের প্রতিভূ ভুট্টো যেন মনে রাখেন বাংলার জনগণ তাঁদের নেতাকে মুক্ত করে আনবেই।

তিনি আরও জানান, ২৫ মারচের আগে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক যে অবস্থা ছিল তা ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষের কাছে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। যতদিন না ওই পরিস্থিতি ফিরে আসে ততদিন তাঁদের সংগ্রাম চলবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য এদিন মুক্ত বাংলায় যেতে পেরে তাঁরা খুশি। মুজিবনগরকে বিদায় জানাচ্ছেন কিনা—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন 'না'। আমরা গত নয় মাসে যখন যেখানে ছিলাম, সেই জায়গায় ছিল আমাদের কাছে মুজিবনগর এবং সেখানে থেকেই আমরা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছি।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি

"ভারত বাংলাদেশের জন্য যা করেছে, তা কোনদিন ভুলবো না। বাংলাদেশ—ভারত চিরদিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকবে।"

এদিন দমদম থেকে ঢাকা রওনা হওয়ার আগে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দিন আমেদ ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে এই শুভেচ্ছা বাণী রেখে যান। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় [illegible]

রাষ্ট্রপুঞ্জের নতুন মহাসচিব

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

উ থানটের কার্যকলাপ এই মাসেই শেষ হচ্ছে।

ডঃ ভালডহাইম রাষ্ট্রপুঞ্জে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এর আগে তিনি স্বদেশে বৈদেশিক মন্ত্রিরূপে কাজ করেছেন। এই বছর গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে ডঃ ভালডহাইম অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সূত্রে জানা যায় যে, ব্রিটেন এবং চীন উভয়েই ভোট দানে বিরত থাকেন।

ডঃ কুরট ভালডহাইম ৮ বছর যাবৎ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর দেশের প্রতিনিধি রূপে কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

১৯৫৫ সালে অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হয়।

ডঃ কুরট ভালডহাইম ১৯১৮ সালে অস্ট্রিয়ার সেন্ট এন্দ্রিয়া ওয়ারডারন নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন শিক্ষক।

ডঃ ভালডহাইম ভিয়েনার কনস্যুলার একাডেমিতে এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি আইনের ডিগ্রীধারী।

কিছুদিন তিনি সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন। তাঁর পরবর্তী জীবন কাটে কূটনীতিবিদরূপে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে তিনি অস্ট্রিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক সারভিসে যোগ দেন।

বৈদেশিক দফতরের প্রধানের পদ গ্রহণের পূর্বে ভালডহাইম ১৯৪৮—৫১ প্যারিসে কাজ করেছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দেন। মাঝে ১৯৫৬—৬০ তিনি কানাডায় অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে অস্ট্রিয়ার অস্থায়ী প্রতিনিধিরূপে যোগদানের আগে ৪ বছর তিনি ভিয়েনায় অস্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক বিভাগে ডিরেকটর জেনারেল রূপে কাজ করেছেন।

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে থাকেন। অতঃপর তিনি ভিয়েনায় এসে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে দেশে আসেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রিরূপে ২ বছর তিনি বহু দেশ সফর করেছেন। এই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্ট জোনাসের সঙ্গে সরকারিভাবে সোভিয়েট দেশ সফর করেন।

১৯৭০ সালে ক্লস সরকারের পতন ঘটলে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে আসেন।

ডঃ ভালডহাইম বিবাহিত এবং তিনি ৪ সন্তানের জনক। তিনি ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয় এবং জারমান ভাষা জানেন।

ঠাণ্ডা, স্বল্পভাষী মানুষ ডঃ ভালডহাইম অস্ট্রিয়ার অজাতশত্রু বলে পরিচিত।

বর্তমান মহাসচিব উ থানট সবচেয়ে বেশী দিন রাষ্ট্রপুঞ্জে মহাসচিবরূপে কাজ করেছেন। তিনি ৩১ ডিসেম্বর অবসর নিচ্ছেন। উ থানট গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে, কোন মহাসচিব যদি 'বেশী কাজকর্মের লোক' হতে চান, তবে বছর খানেকের বেশী তিনি চাকুরি করতে পারবেন না।

প্রথম মহাসচিব নরওয়ের শ্রীট্রিগভি লাই এবং দ্বিতীয় মহাসচিব সুইডেনের পরলোকগত দাগ হ্যামারশীল্ড উভয়েই দুটি অতিরিক্ত কূটনৈতিক উৎপাতের জন্য রাশিয়ার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। উ থানট বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চালিয়ে এসেছেন।

চতুর্থ যোজনা রূপায়ণে রাজ্যগুলিকে ঘাটতি পূরণে সচেষ্ট হতে হবে

— যোজনা মন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—যোজনা মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ বলেন, চতুর্থ যোজনার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য যে অর্থ ও সম্পদের দরকার এবং যা হাতে আছে তার মধ্যেকার ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাজ্যগুলিকে এক-যোগে আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে। তবেই যোজনার কর্মসূচীর ছাঁটাই এড়ানো সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, যোজনা কমিশনের আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের হিসাবে দেখা যায়, চতুর্থ যোজনার অবশিষ্ট সময়ে রাজ্যগুলিকে কর্মসূচীর রূপায়ণে এক হাজার থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত সংগ্রহ করতে হবে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, রাজ্যগুলি সম্পদ সংগ্রহের শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছেছেন বলে তিনি মনে করেন না।

তিনি সংসদে যোজনা সংক্রান্ত মধ্যবর্তী সমীক্ষা পেশ করে বলেন, আগামী কয়েক মাসের যোজনার কি স্ট্র্যাটেজি হবে বর্ধিত উৎপাদন এবং বিপুল উদ্যমে সম্পদ সঞ্চয়। রাজ্যগুলিকে কঠোরভাবে আর্থিক নিয়ম-নীতি পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ভারত-পাক সংঘর্ষের দরুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। শরণার্থী আগমনে কিছুটা অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এখনই যোজনার বাকি অংশের সুস্পষ্ট রূপরেখা টানা বাস্তবসম্মত কাজ হবে না।

যোজনা কমিশন ও সরকার আজ জাতির সামনে পাঁচ দফার একটি জরুরী কর্মসূচীর প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থনীতিতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে এবং সর্বাধিক সামগ্রিক পতনশীল হারকে আটকে ধরতেই এই কর্মসূচী।

এই কর্মসূচীর মূল কথা: স্বয়ম্ভরতা, বর্ধিত উৎপাদন, সঞ্চয়, আর্থিক ক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিয়ম-নীতি পালন এবং সাশ্রয়।

এই কর্মসূচী পেশ করার সময় সরকার ও যোজনা কমিশন নবজাত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা স্মরণে রেখে এগিয়েছেন। যোজনা মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হচ্ছে যে, কয়েকটি সাহায্য-দাতা দেশের মনোভাব প্রতিকূল।

কৃষির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচুর ফলন হওয়া সত্ত্বেও চতুর্থ যোজনায় খাদ্য উৎপাদনে ৪০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ টনের মত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ানোর সম্ভাবনা।

চতুর্থ যোজনার মধ্যবর্তী সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চ ফলনশীল ফসলের লক্ষ্য যা ধরা হয়েছিল, গমের ক্ষেত্রে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। তবে জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য চাল এবং জোয়ারের ক্ষেত্রে ঘাটতির আশংকা করা হচ্ছে।

১৯৭২-৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ ১২ কোটি ২০ লক্ষ টন থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টনের মধ্যে দাঁড়াতে পারে। ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টন উৎপাদন অবশ্য আমাদের লক্ষ্য ছিল।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে শ্রীহীথ

হ্যামিলটন, ২২ ডিসেম্বর—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ার্ড হীথ গত রাত্রে বলেন, সারা দেশ বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে স্থিরনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে ব্রিটেন স্বীকৃতি জানাবে না।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীহীথ এই কথা বলেন। কয়েকজন মারকিন সাংবাদিক শ্রীহীথকে দিয়ে কবুল করানোর চেষ্টা করেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধের জন্য ভারতই দায়ী আর এই ব্যাপারে তাকে উসকানি দিয়েছে রাশিয়া। কিন্তু শ্রীহীথ মারকিন সাংবাদিকদের ফাঁদে পা দেননি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীহীথ বলেন, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ব্রিটেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে। —এ এফ পি ও এ পি

নেপালী টাকার বিনিময় হার নেমে গেল

কাঠমানডু, ২২ ডিসেম্বর—নেপাল ঘোষণা করেছে, মারকিন ডলারের সঙ্গে নেপাল তার টাকার সমতা বজায় রাখবে। এর অর্থ, ভারতীয় টাকা, পাউনড, স্টারলিং ও পশ্চিম জারমান মারকের সঙ্গে নেপালী টাকার বিনিময় হার নেমে যাবে।

নতুন বিনিময় হার অনুযায়ী ভারতীয় ১০০ টাকায় ১৩৯.১ নেপালী টাকা পাওয়া যাবে। আগে পাওয়া যেত ১৩৫ নেপালী টাকা। —ইউ এন আই

এলাহাবাদ হাইকোরটে শ্রীরাজনারায়ণের আবেদন নামঞ্জুর

এলাহাবাদ, ২২ ডিসেম্বর—এলাহাবাদ হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীব্রুম আজ সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীরাজনারায়ণের একটি আবেদন নামঞ্জুর করে দিয়েছেন।

আপনার টাকা বিনিয়োগের ওপর বিনা ঝুঁকিতে ৭০%-এরো বেশী সুদ অর্জন করুন!

mcm/wt/36 ben

সুইস অ্যাণ্ড প্ল্যাটিনেক্স স্টেনলেস স্টীল ব্লেডের নির্মাতা সেন্টুল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর শরিক রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডে বার্ষিক ৪% সুদের হারে ৫০০ টাকা লগ্নী করুন। তাহ'লে আপনি রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টস দ্বারা একমাত্র এর ঋণে রসিদ-ধারীদের জন্য পরিকল্পিত 'লাকি স্টার' পরিকল্পের সদস্য হতে পারবেন।

এই পরিকল্প কি ভাবে কাজ করে দেখুন:

বার্ষিক ৪% গ্যারান্টিযুক্ত সুদের হারে ৫০০ টাকা কিম্বা ৫০০ টাকার গুণিতক আপনি ৩ বছর অবধি এই কোম্পানীতে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রত্যেক ৫০০ টাকার ঋণের জন্য চার সংখ্যার নম্বরবিশিষ্ট পৃথক রসিদ পাবেন। ১০,০০০টি ঋণ রসিদ ইস্যু করা পর্যন্ত এই পরিকল্পের সুযোগ পাওয়া যাবে। বার্ষিক ৪% সুদ ছাড়াও প্রতি মাসে নিচের আকর্ষণীয় পুরস্কারগুলির বিতরণ করা হবে।

১টি ১,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার
৯টি ৫০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার
৯০টি ৫০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার

আরো আছে! অভাবনীয় বার্ষিক বিরাট পুরস্কার—

১টি ৫০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার
৯টি ১,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার
৯০টি ১০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার

জিতলে আপনি ৬,৩৪,০০০ টাকার ৩৫০০টি পুরস্কার পাচ্ছেন।

পক্ষপাতদোষ দূর করার জন্য সেই সমস্ত ঋণ রসিদ পুরস্কারযোগ্য হবে যাদের ধারাবাহিক নম্বর মহারাষ্ট্র রাজ্য লটারী টিকিটের সর্বোচ্চ পুরস্কার বিজয়ী নম্বরের শেষ দু'টি সংখ্যা (তৃতীয় পুরস্কারের জন্য), শেষ তিনটি সংখ্যা (দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য) এবং শেষ চারটি সংখ্যার (প্রথম পুরস্কারের জন্য) সঙ্গে মিলে যাবে।

আপনার টাকা ফেরতের গ্যারান্টি

কোম্পানীর চেয়ারম্যান গত ৩১.১২.৭৪'এ সমস্ত ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি দেন।

আপনার লগ্নীর ওপর ৭০% কি ভাবে অর্জন করছেন?

আপনি জানেন, মাত্র ১০,০০০ জন ঋণ রসিদধারী ৩,৬০০টি পুরস্কার জিততে পারেন। অতএব আপনার কোন পুরস্কার না জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আপনি যদি মাত্র একটি ৫০ টাকার সর্বনিম্ন পুরস্কার জিততে পারেন, আপনার সুদের হার প্রায় দ্বিগুণ হবে ৭.৩৩% হবে। একবারও আপনি যদি ৫০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার জিততে পারেন, আপনার সুদের হার বেড়ে হবে ৩৭.৩৩%।

তিন বছরের মধ্যে আপনি যদি শুধুমাত্র একবার একটি ১,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পারেন, আপনার সুদের হার হবে দাঁড়াবে সর্বকালের উচ্চ ৭০.৬৬%। ৩৬০০টি পুরস্কার রয়েছে তাই আপনি একাধিক বার পুরস্কার পেতে পারেন। এমনও হতে পারে ৫০,০০০ টাকার বড় বড় পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি আপনার ভাগ্যে লেগে যাবে। ব্যাপারটা একবার কল্পনা করুন। আপনার সুদের হার বেড়ে একেবারে আকাশে গিয়ে পৌঁছবে।

রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টস প্রাঃ লিঃ কি?

এটি বিখ্যাত স্টেনলেস স্টীল ব্লেডের রেড সুইস প্ল্যাটিনেক্স'এর নির্মাতা সেন্টুল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ'এর একটি শরিক। এই কোম্পানী সর্বোৎকৃষ্ট রকমারি ফাউন্টেনপেন, বলপেন ও অন্যান্য লেখন সামগ্রী তৈরী করবে। বিশ্বপ্রসিদ্ধ বিষয়ে সেন্টুল এবং রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টসের মধ্যে সহযোগিতার বিনিময় চলছে। ইতিমধ্যে এঁরা ক্ষুরধারকারী সামগ্রী নির্মাণ ক'রে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারে কৃতকার্য হয়েছেন। বাজারে এঁদের সামগ্রী শীঘ্রই সমাদর লাভ করবে।

চাহিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নির্দেশাবলীর অনুযায়ী বিশদ বিবরণ ইচ্ছুক আমানতকারীদের পাঠান হবে।

কেবলমাত্র প্রথম ১০,০০০ পর্যন্ত ঋণ রসিদ সীমিত। বিলম্ব করবেন না। বিশদ বিবরণের জন্য এই কুপনটি ডাকে দিন—আজই।

রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসিওরেন্স বিল্ডিং, চার্চগেট, বোম্বাই-২০ টেলিফোন: ২৯২২৬১
চেয়ারম্যান:
শ্রী দিলিপ শাহাবাদ মজুমদার
ইনি সেন্টুল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
ব্যাঙ্কারগণ: [illegible]

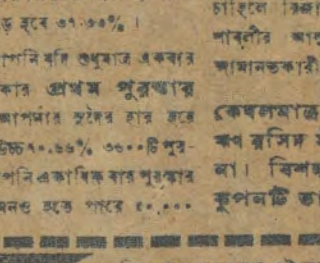

বিনা বাধ্যবাধকতায় এই অনন্য 'লাকি স্টার' পরিকল্পের সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে পাঠাবার অনুগ্রহ করবেন।

নাম:
ঠিকানা:

বিনামূল্যে এরিয়া, রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টস [illegible]

রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিকে। পায়ে হেঁটে, অটো রিকসায়, টাঙ্গায়, বাসে ও ট্রাকে চড়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছেন এয়ারপোরটে তাঁদের প্রিয় নেতাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য। টার্মিনাল বিলডিং-এর ছাদে, এয়ারপোরটে ঢোকার মুখে সর্বত্র মানুষ আর মানুষ। হাতে তাঁদের স্বাধীন বাংলার পতাকা। প্রায় এক লক্ষ নরনারী ও শিশু বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

তেজগাঁও বিমান বন্দরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। দূরে রানওয়ের ধারে ছিল সাতটি বিমানধ্বংসী কামান। তিনটি ট্যাংক। মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যে কনভয়টি যাচ্ছিল তার আগে আগে চলছিল কয়েকটি মেশিনগান বসানো ট্রাক।

বিমান বন্দরে মাইক্রোফোনে দেশাত্মবোধক গান বাজানো হচ্ছিল। বাজানো হচ্ছিল শেখ মুজিবের বক্তৃতার রেকরড। বিমান বন্দরে মন্ত্রীদের আত্মীয়বর্গ ও সরকারী পদস্থ অফিসাররা একটি সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক ৪টা ৪৫ মিঃ-এ মন্ত্রীদের নিয়ে ভারতীয় বিশেষ সামরিক বিমানটি এসে তেজগাঁও বিমান বন্দরে নামলে জনতা অধীর আনন্দে মাতাল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ ধরে শুধু সমুদ্রগর্জন শোনা যায়: জয় বাংলা। জনতা খুশীতে নাচতে থাকে। ঘন ঘন পতাকা আন্দোলিত করতে থাকে। মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি ছিল শৃংখলা ও সুরুচিপূর্ণ। ঢাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁদের কাছে এগিয়ে যান। ফুলের মালায় মালায় তাঁদের মুখ ঢাকা পড়ে যায়।

এর পর বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে বেংগলী রেজিমেনট মন্ত্রী পরিষদকে গারড অব অনার দেন।

বিমান বন্দরে মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য হাজির ছিলেন এম এন এ অধ্যাপক শামসউদ্দীন কাইজার, অধ্যাপক খুরশেদ আহমেদ, আবদুল মান্নান, আমিনা আবেদ, রাজিয়বানু। এম পি এ ছিলেন অধ্যাপক মুজফর আলি, আবদুস সাত্তার ভূঁইয়া। নাশনাল আওয়ামি পারটির মুজফর আহমেদ ও বেগম মতিয়া চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার বেশ কিছু বিদেশীও এয়ারপোরটে মন্ত্রিসভাকে সম্বর্ধনা জানাতে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন ও অস্থায়ী প্রেসিডেনট এসে পৌঁছনমাত্র তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার জন্য বিদেশী ফটোগ্রাফারদের মধ্যে এমন তীব্র হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় যে, ভাল করে গার্ড অব অনার হতে পারে না। সেনাবাহিনী বাঁশী বাজিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে আসেন।

সাগ্রহ প্রতীক্ষা

মন্ত্রিসভার আগমনের জন্য ঢাকার মানুষ কদিন ধরেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলেন। সকলের মুখেই প্রশ্ন: বলতে পারেন, মুজিবনগর থেকে মন্ত্রীরা কবে এসে পৌঁছবেন।

আজ ঢাকার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে মন্ত্রিসভার আগমন সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সারা শহরে খুশীর বান ডাকে। প্রথমে খবর ছিল, ওঁরা এসে পৌঁছচ্ছেন বেলা বারোটায়। সকাল দশটা থেকেই এয়ারপোরটে ভিড় বাড়তে থাকে। পরে সময়সূচী পরিবর্তিত হয়। কিন্তু জনতা তবু চলে যান না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে তিলধরনের স্থান পর্যন্ত ছিল না।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর লোকেরা বিমানবন্দরে এবং রাস্তার দুধারে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। বিশেষ পরিচয়পত্র ছাড়া বন্দরের ভেতর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সমস্ত অনুষ্ঠানের রিলের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সমস্ত ছবি তোলা হয়।

মন্ত্রিসভা আসার আগে এয়ারপোরটে মাইক্রোফোন থেকে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতা জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিতে থাকেন।

স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে

বিমানবন্দরের বিপুল অভ্যর্থনার পর অস্থায়ী প্রেসিডেনট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের একটি বক্তৃতা-মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁরা বিরাট জনসমাবেশের সামনে ভাষণ দেন।

রুদ্ধকণ্ঠে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, "বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। পৃথিবীর কোন শক্তিই তা এখন আর অস্বীকার করতে পারবে না।" এই আনন্দের মুহূর্তে জাতির জনক বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন। "ভারতের মহান নেত্রী" শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রীইসলাম বলেন, তাঁদের মুক্তি যুদ্ধের জন্য তিনি কী করেছেন, এখন আর তা বলতে তাঁর দ্বিধা নেই।

শ্রীইসলাম সাবধান করে দেন যে, পাকিস্তান ও তার সমর্থকরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার চেষ্টা করলে তা প্রতিরোধ করা হবে। অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরও হাজার হাজার মানুষ রক্ত দিতে প্রস্তুত।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সোভিয়েট সরকার ও জনগণ এবং অন্যান্য সাহায্যকারী রাষ্ট্রকেও ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকায় পদার্পণের অল্পক্ষণ পরেই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীকে গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাজধানী বলে ঘোষণা করেন।

শ্রীইসলাম জানান যে, মুজিবনগরেই বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একটি গণ-পরিষদ গঠন করেছিলেন। গত ১০ এপরিলই তাঁরা বাংলাদেশ সার্বভৌম গণ-প্রজাতান্ত্রিক দেশ হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রাভদায় চু এন লাই-এর নাম ধরে নিন্দা

মসকো, ২২ ডিসেম্বর—আজ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পারটির সংবাদপত্র প্রাভদায় এক নিবন্ধে অভিযোগ করা হয় যে, সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার অভিযানের পাণ্ডাদের একজন হচ্ছেন চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই।

সাধারণত সোভিয়েট সংবাদপত্রে নাম ধরে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয় না। 'এখনকার চীনা নেতৃত্ব', 'মাওবাদী গোষ্ঠী', 'পিকিং-এর নেতৃবৃন্দ'—এই সবই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের নিবন্ধে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে—সোভিয়েট-বিরোধী ও ভারত-বিরোধী প্রচার অভিযানের পাণ্ডাদের অন্যতম হলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই। চীনের নেতৃবৃন্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক। —এ এফ পি

জাকরতায় প্রাক্তন পাক কূটনীতিক গৃহবন্দী

জাকরতা, ২২ ডিসেম্বর—জাকরতার পাকিস্তানী দূতাবাসের প্রাক্তন প্রথম সচিব শ্রী এ এফ শামসুজ্জামান বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পরে এখানে কার্যত সপরিবারে গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন। ৫ জন ইনদোনেশীয় পুলিশকে ওই বাড়িতে বসানো হয়েছে এবং ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশেই নাকি এই ব্যবস্থা।

বাড়ির পাঁচিলের ওপাশ থেকে শ্রীশামসুজ্জমান ইউ পি আই প্রতিনিধিকে বলেন—'আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে অথবা বাইরে থেকে কাউকে আসতে দেওয়া হয় না।'

গত সোমবার শ্রীশামসুজ্জামানের নেতৃত্বে এখানকার পাক দূতাবাসের ১২ জন কূটনীতিক ও কর্মচারি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁদের ইনদোনেশিয়ায় সাময়িক আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধে কোন জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। —ইউ পি আই

CMDA

টেণ্ডার নোটিস

বস্তী ইমপ্রুভমেণ্ট স্কীম অধীনে খিদিরপুরে ও হাওড়াতে কুড়িটি গ্রুপে স্ট্রীট লাইটের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল জোন, সিএমডিএ, ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ কর্তৃক লিস্টভুক্ত, সপ্তাতিপন্ন এবং অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডার এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ৫-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত এবং তাহার পর খোলা হইবে।

টেণ্ডার আহ্বায়ক বিস্তারিত নোটিস স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্তাদি এবং দফার তর্কাসল এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১১টা হইতে ১২-৩০টা পর্যন্ত দেখা যাইবে এবং আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের প্রমাণপত্র দাখিল করিলে ৪-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত উপরে উল্লেখিত অফিসের কার্যকালে টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে।

টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রত্যেকটির মূল্য ১০, টাকা এবং বায়নার পরিমাণ প্রত্যেক গ্রুপের টাকার দুই শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথারিটির অফিস,
ক্যালকাটা রিজিওন,
৩৮ বেলতলা রোড, কলিকাতা-২০

বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতার মোটর-ক্যাবের বর্তমান সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং ভ্রমণকারী জনসাধারণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ক্যালকাটা রিজিওনের রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটি রিজিওন্যাল কনট্রাক্ট ক্যারেজ (মোটর ক্যাব) পারমিট অধীনে কলিকাতায় মোটর-ক্যাবের সংখ্যা আরও ৫০০০ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই পারমিট নিম্নলিখিত এলাকাগুলির জন্য বৈধ হইবে—

"কলিকাতা, হাওড়া বালি ও বেহালার মিউনিসিপ্যাল এলাকা, ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার রোড (স্টেট বাস টার্মিনাস), গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা, বজবজ মিউনিসিপ্যাল এলাকা পর্যন্ত ও সহ বজবজ রোড (সাইড রোড বাদে) এবং বাটানগর সহ, নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত ও সহ কুলপি রোড নামে পরিচিত গড়িয়া-মথুরাপুর রোড (সাইড রোড বাদে) এবং পূর্বদিকে যশোহর রোড, উত্তরদিকে নীলগঞ্জ রোড, পশ্চিমদিকে ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা ও হুগলী নদীর চৌহদ্দির মধ্যস্থ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার উত্তর দিকস্থ এলাকা।"

সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে ১৯৬০ সালের পূর্বেকার নহে এইরূপ মডেলের সদ্য-প্রস্তুত ও মোটর-ক্যাব হিসাবে ব্যবহার করার মত যান্ত্রিকভাবে ফিট ভেহিকল আছে কিনা এতমর্মে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়া একটি চিঠিসহ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এবং পারমিটের প্রস্তাব দিবার তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে মোটর-ক্যাব হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপরোক্ত বিবরণীর ভেহিকল উপস্থিত করিতে সক্ষম ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত ফী ১০, টাকা সহ নির্ধারিত পি কোং পি এ' ফরমে দরখাস্ত মোটর-ক্যাব পারমিট ইস্যুর উদ্দেশ্যে বিবেচনার জন্য এই অফিস কর্তৃক গৃহীত হইবে।

দরখাস্ত ফরম নির্ভুলভাবে ও সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিতে হইবে, অন্যথায় দরখাস্ত সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

এক ব্যক্তির নিকট হইতে মাত্র একটি দরখাস্তই গৃহীত হইবে।

১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ৫৭ ধারা অনুসারে বক্তব্যও কলিকাতার রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক আহ্বান করা হইতেছে। উক্ত বক্তব্য কনট্রাক্ট ক্যারেজ (মোটর-ক্যাব) পারমিটধারী ব্যক্তি বা মোটর-ক্যাবযোগে পরিবহণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসাবে যে কোন সমিতি বা এই রিজিওনের কোন স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ বা পুলিস কর্তৃপক্ষ স্বয়ং বা কোন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মারফত ৩১-১২-৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টার মধ্যে কলিকাতার রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটির অফিসে ক্যালকাটা রিজিওনের রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটির সেক্রেটারি সমীপে পেশ করিতে পারেন এবং কলিকাতার আর টি এ কর্তৃক উহার সভায় (তারিখ পরে জানানো হইবে) বিবেচনার জন্য উহা তোলা হইবে। সেই সময়ে বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তিগণ শুনানীর জন্য উপস্থিত থাকিতে পারেন।

স্বাঃ এন পি বসু
সেক্রেটারি
রিজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট অথরিটি,
ক্যালকাটা রিজিওন

৩৮ বেলতলা রোড,
কলিকাতা-২০
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

ডবলিউ বি/আই পি আর ৪১১৩(৪)/৭১

পূর্ব রেলওয়ে

বোলপুরের "শান্তিনিকেতনে বার্ষিক মেলা" উপলক্ষে যাত্রীদের প্রত্যাশিত দারুণ ভীড় সামলাইবার উদ্দেশ্যে ২৪-১২-৭১ এবং ২৫-১২-৭১ তারিখে বর্ধমান ও বোলপুরের মধ্যে একটি আপ এবং একটি ডাউন ট্রেন চলাচল করিবে। উক্ত ট্রেনদ্বয় সমস্ত স্টেশনে থামিবে এবং নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সময়-তালিকা অনুযায়ী চলাচল করিবে:—

আপ স্পেশাল

বর্ধমান	ছাঃ	৭-২৫
খানা	ছাঃ	৭-৪৪
বোলপুর	পৌঃ	৯-২০

ডাউন স্পেশাল

বোলপুর	ছাঃ	১৬-০৫
খানা	ছাঃ	১৭-১৯
বর্ধমান	পৌঃ	১৭-৩৬

ইহা ব্যতীত, ২৩-১২-৭১ তারিখ হইতে ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে রামপুরহাট, বর্ধমান, হাওড়া, শিয়ালদহ এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ৩৫১ আপ/৩৫২ ডাঃ, ৩২৭ আপ, ৩২৯ আপ/৩৩০ ডাঃ, ৩২৫ আপ/৩২৬ ডাঃ, ৩৩৫ আপ/৩৩৬ ডাঃ, ৪৩ আপ/৪৪ ডাঃ ট্রেনের যাত্রীবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে।

বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় স্টেশন মাস্টারদের সহিত যোগাযোগ করুন।

ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া

২৫তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

২২-১২-৭১ তারিখ অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১ম পুরস্কার ৪,০০০, টাকা D-120896
৯টি পুরস্কার প্রতিটি ৫০০, টাকা

A-401154	B-022414	C-281027
E-293073	F-541688	G-306807
H-496806	J-522651	K-173059

অবশিষ্ট সিরিজে একই নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর,
স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারীজ,
রাজস্থান জয়পুর

ADARTS/RSL/48/71

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২৫ — ১, ৪, ৭ — পূরব ঔর পশ্চিম

নবীনা — প্রত্যহ ১২, ৩, ৬ — বরাতি কহে পুকার কে

অভিজ্ঞ — ১, ৪, ৭ — প্রেম পূজারী

অশোকা — ছদ্মবেশী

অলকা — ছোটী বহু

নারায়ণী — কাল আজ আউর কাল

অনন্যা — ছদ্মবেশী

পার্বতী — ছদ্মবেশী

সুরশ্রী — নয়া দৌড়

শ্যামাশ্রী — KELLY'S HEROES

জয়া — আরাধনা

রূপম — আনজানা

বিনোদিনী — কুহেলী

দিলীপ - সায়রার শ্রেষ্ঠ ছবি গোপী — লাইটহাউস সিনেমায়

রাখীওয়ালা

আগামীকাল শুভমুক্তি — বিখরে মোতি

স্টার থিয়েটার — সীমা — আজ : সন্ধ্যা ৬টায়

রঙমহল — আমি মন্ত্রী হব

বিশ্বরূপা — চৌরঙ্গী

সাগরিকা

রবীন্দ্র সদনে — টিনের তলোয়ার

রঙ্গনা — নান্দীকার — মঞ্জরী আমের মঞ্জরী — তিন পয়সার পালা

সংসার

রাস্তা

মেরা গাঁও মেরা দেশ

শঙ্খবিষ — রাখীওয়ালা

আসছে কাল প্রমোদকর মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম ছবি! জীবন থেকে নেয়া

জ্যোতি : অরুণা : মিত্রা

প্রবাসী নাট্য সংস্থার — তেপান্তরের মাঠ

জয় বাংলা — লোকনাট্যের — আগামী ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥টায় বিশ্বরূপায়

বহুরূপী — পাপ-পুণ্য

যদুবংশ

শেষ ৩টি প্রদর্শনী — রাজকাপুরের বাংলা ছবি — এক দিন রাত্রে — শ্রী ইন্দিরা

লাইট হাউস

কাল থেকে

৫ম সপ্তাহ! — শুভ্রা

সংসার

হিন্দ : মেনকা : দর্পণা

কাল থেকে "মেরে মেহবুব"-এর স্রষ্টার আর একটি প্রণয়মধুর চিত্রকাব্য—

জনতা : কৃষ্ণা : রূপালী : খান্না
ইণ্টালী : ভবানী : নিউরয়েল

আজ! সংসারজীবনের পিতামহ—পিতা ও পুত্রের পর্দার বুকে আত্মপ্রকাশ

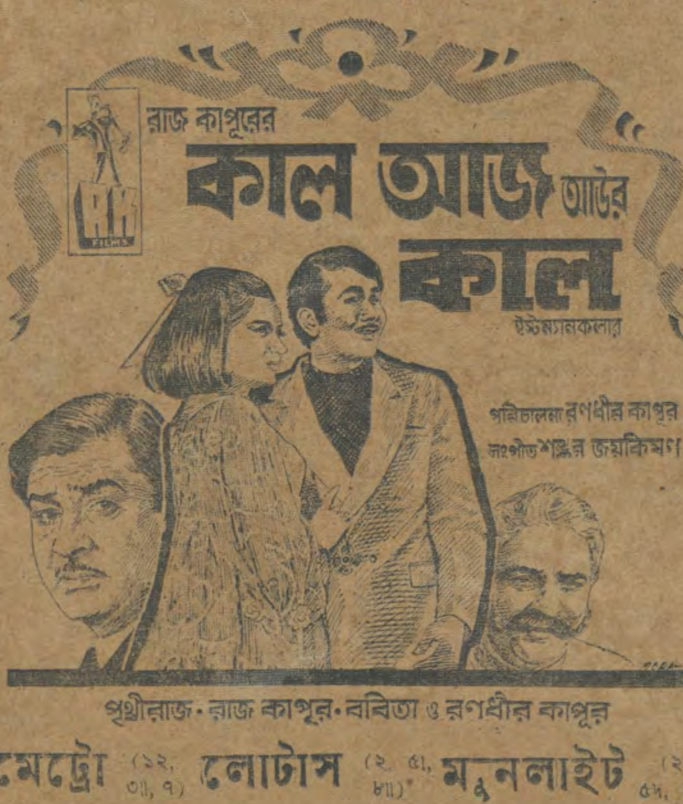

পৃথ্বীরাজ-রাজ কাপুর-ববিতা ও রণধীর কাপুর

মেট্রো : লোটাস : মুনলাইট
দর্পণা : জেম : গণেশ

এবং ৩১শে ডিসেম্বর থেকে মেনকা

প্রবাহ — আজ ৬টায় — শনি ও রবি ৩ ও ৬টায় — মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

ছদ্মবেশী

আনন্দ

দো রাস্তে

জনতা অপেরা

সুচিত্রা-উৎপলের অভিনয়ে দুর্জয়

মিনার • বিজলী • ছবিঘর

তৃতীয় খেলায় অসট্রেলিয়ার দল

সিডনি, ২২ ডিসেম্বর—পয়লা জানুয়ারি মেলবোরনে অসট্রেলিয়া বনাম বিশ্ব একাদশের মধ্যে তৃতীয় 'আন্তর্জাতিক' ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হবে। অসট্রেলিয়া দলে তিনজন খেলোয়াড় বদল হয়েছে। ফ্রানসিস, রেডপাথ ও ম্যাকেনজির জায়গায় এসেছে জন ইনভারোরারিট, জন বেনো ও বব ম্যাসি।

অসট্রেলিয়া দলে আছে—ইয়ান চ্যাপেল (অধিঃ), ইনভারোরারিট (সহ-অধিঃ), গ্রেগ চ্যাপেল, জন বেনো, জেনার, লিলি, মারশ ম্যাসি ওকিফি, শীহান, স্টাকপোল এবং ওয়ালটারস। খেলার দিন স্থির হবে কে দ্বাদশ ব্যক্তি। —রয়টার

এনজিনিয়ার ও গাভাসকরের ব্যর্থতা

লাউনসেসটন, টাসমানিয়া, ২২ ডিসেম্বর—বিশ্ব একাদশের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফারুক এনজিনিয়ার (১) ও সুনীল গাভাসকর (৭) ২০ মিনিটের মধ্যে আউট হন। তাসমানিয়ার প্রথম ইনিংসে ২০৪ রানের উত্তরে বিশ্ব একাদশ ২ উইকেটে ৫১ রান করে। বেদী ৪৫টি বলে ২৫ রান দিয়ে তাসমানিয়ার ৩টি উইকেট পায়। স্কোর:—তাসমানিয়া ১ম ইনিংস ২০৪ (কে ইবাদুল্লা ৬২; বেদী ২৫ রানে ৩ উইঃ, ইনতিখাব ৭২ রানে ৩ উইঃ)। বিশ্ব একাদশ—১ম ইনিংস—২ উইঃ ৫১ (জাহির আব্বাস ২৪ নট আউট, নোবারস ১১ নট আউট)। —রয়টার

GRAND X'MAS BAZAR

মূল্য ২৫% হইতে ৫০% কম

		বর্তমান মূল্য	পূর্ব মূল্য
GENTS	কাশ্মীরী শাল	৪৫	৬০
LADIES	কাশ্মীরী শাল	২২·৫০	৩০
LADIES	কাশ্মীরী কোট	৩৩	৪৪
GENTS	কোট	৪৫	৬০
GENTS	স্যুট	১১৫	১৬০

হরলালকা

- ৫২।১।১, কলেজ স্ট্রীট
- ৪৫-সি, গ্রে স্ট্রীট
- ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (YMCA বিল্ডিং)

যখনই দরকার ড্যাগেনাইট লাগান—দেখুন কি প্রচণ্ড এর শক্তি!

ABMEL
অ্যাসোসিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স (ইস্টার্ণ) লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার পাইকারী বিক্রেতা:
প্রিমিয়ার অটো ইলেকট্রিক লিঃ,
কলিকাতা
Bensons/1322A/1 BEN

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভারোত্তোলনে

রবীন্দ্রভারতী তিন বিভাগে প্রথম

ইন্দোর, ২২ ডিসেম্বর—দ্বাদশ সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্র ভারতীর শঙ্কর দাস ফেদার ওয়েট শ্রেণীতে মোট ২৯০ কিলো ভার তুলে প্রথম হয়েছে এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লোখানডের ৯ বছরের পুরানো রেকর্ডটি (২৭৭·৫ কিলো) ভেঙেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটকৃষ্ণ বসাক দ্বিতীয় হয়েছে ২৬২·৫ কিলো তুলে।

রবীন্দ্র ভারতীর প্রতিযোগীরা প্রথম দিনে ফ্লাই ওয়েট ও ব্যান্টাম ওয়েট শ্রেণীতেও প্রথম স্থান দখল করেছে। ফ্লাই ওয়েটে মোট ২৪০ কিলো ও ব্যান্টাম ওয়েটে ২৫৫ কিলো ভার তুলে তারা প্রথম হয়েছে। ফ্লাই ওয়েটে গতবারের বিজয়ী বর্ধমানের মনোরথ বসু দ্বিতীয় হয়েছে ২৩৭ কিলো তুলে।

ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের জেকবও ২৩৭ কিলো ওজন তোলে, কিন্তু মনোরথের থেকে দেহভার বেশি থাকায় তৃতীয় স্থান পায়। ব্যানটাম ওয়েটে দ্বিতীয় হয়েছে কলকাতার স্বপন মাইতি (২৫২ কিলো)। —ইউ এন আই

খেলাধূলা কণা

খেলাধূলা কণা

সিকদার বাগান মিলন সঙ্ঘের ১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ দিন ২৪ ডিসেম্বর।

*

বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের 'চারুচন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেনজ শীলড ও কমলা দেবী কাপ'-এর খেলায় যোগদানের শেষ দিন ২৬ ডিসেম্বর। টাকা পারকে সম্পাদকের কাছে খোঁজ করতে হবে।

*

গৌরীবাড়ী এ্যাথলেটিক ক্যাম্পের পাঁচ মাইল দৌড় ও পাঁচ মাইল হাঁটার যোগদানের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, ৬০/১৮এ গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪।

*

৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি ইডেনে অবশিষ্ট ভারত ও বিজয়ী ভারত একাদশের খেলার জন্য ওই চার দিন সি এ বি লীগ ও নক আউটের কোন খেলা হবে না।

*

বোমবাই, ২১ ডিসেম্বর—ওয়েসটারন ইনডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ১ জানুয়ারি রোভারস কাপ ফুটবল টুরনামেনট শুরু হবে।

*

এশিয়ান, ন্যাশনাল এবং অল ইনডিয়া হারড কোরট টেনিস চ্যামপিয়নশিপের এই তিনটি প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীদিলীপ বসু জানিয়েছেন অল ইনডিয়া লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী আর কে খান্নাকে। ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশিপ ১৭ জানুয়ারি থেকে কলকাতায় হবনার কথা ছিল।

জানুয়ারির মাঝামাঝি ডুরাণ্ড আরম্ভ হতে পারে

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—ডুরানড ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভের নতুন তারিখ ঘোষণা করবার জন্য নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে অনুরোধ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ডুরানডের খেলা আরম্ভের কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্য খেলা স্থগিত রাখা হয়।

বোমবাইতে রোভারস কাপের খেলা দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত হওয়ায় এবং রেঙ্গুনে প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলায় ভারতের অংশ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ডুরানডের খেলা জানুয়ারির মাঝামাঝি আরম্ভ হতে পারে। —পি টি আই

সারভিসেস এবং জম্মু ও কাশ্মীর রনজিতে খেলবে না

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—জাতীয় জরুরী অবস্থার জন্য সারভিসেস এবং জম্মু ও কাশ্মীর দল রনজি প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় উত্তরাঞ্চল রনজি ট্রফির খেলার তালিকা বদল করতে হয়েছে।

২৫ জনকে নেটে ডাকা হল

স্টাফ রিপোর্টার

রনজি প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বিহারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বাংলার ২৫ জনকে নেটে ডাকা হয়েছে। জামশেদপুরে ৮ জানুয়ারি থেকে খেলা আরম্ভ হবে। বাংলার খেলোয়াড়রা ২৪ ডিসেম্বর থেকে দাতু ফাড়কারের পরিচালনায় মোহনবাগান মাঠে নেট প্র্যাকটিস আরম্ভ করবে।

যাদের নেটে ডাকা হয়েছে, তাদের নাম:—

চুনী গোস্বামী, প্রকাশ পোদ্দার, গোপাল বসু, অশোক গানডোত্রা, অম্বর রায়, শ্যামসুন্দর মিত্র, রবি ব্যানারজি, রুসি জিজিভয়, দিলীপ দোশী, রমেশ ভাটিয়া, দীপঙ্কর সরকার, কল্যাণ চৌধুরী, রাজা মুখারজি, সুব্রত গুহ, অলক ভট্টাচার্য, অলক মজুমদার, প্রলয় চেল, অমিতাভ রায়, সমীর চক্রবর্তী, তপনজ্যোতি ব্যানারজি, দেব মুখারজি, এ চক্রবর্তী, আর হাসান, কে ইউসুফ ও বি বিশ্বাস।

বুধবারে

সি এ বি সিনিয়র নক আউট

একসেলসিয়ারস—১৭০ (এ মুখারজি ৭২, পি সাহা ৪৫ নঃ আঃ), দক্ষিণ কলিকাতা—৩ উইঃ ৮৩ (এস ব্যানারজি ব্যাটিং ৪০)। সি সি বি ও হাওড়া স্পোরটিংয়ের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি।

জুনিয়র নক আউট

শিবপুর—৪৩ (ডি ভট্টাচার্য ২২ রানে ৬ উইঃ), ভিকটোরিয়া স্পোরটিং—৪৬ (বিনা উইকেটে) ভিকটোরিয়া ১০ উইকেটে জয়ী। ফ্রেনডস এ সি—৫১ (কে গাঙ্গুলী ৯ রানে ৩ উইঃ), নেতাজী সুভাষ ইনসঃ—১ উইঃ ৫৩ (এ মুখারজি ২৯ নঃ আঃ) নেতাজী সুভাষ ৯ উইকেটে জয়ী। **কলকাতা ভলিবল লীগ**—নৈহাটি (৩—০) ওরিয়ানকে এবং চেতলা সেনট্রাল (৩—১) ছাত্র সংঘকে হারিয়েছে।

বুধবার হকি খেলোয়াড়দের দল বদলে উল্লেখযোগ্য, মহমেডানের ওমপ্রকাশ ও ইনসান আলি এবং ইসটারন রেল এ এর ইনামুর রহমান তিনজনেই ইসটবেঙ্গলে খেলার জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন।

বৃহস্পতিবারে

সি এ বি সিনিয়র নক আউট—পুলিশ: খিদিরপুর, টাউন: ডালহৌসী, একসেলসিয়ারস: দক্ষিণ কলকাতা (দ্বিতীয় দিন)। **কলকাতা ভলিবল লীগ**—দর্জিপাড়া ব্যায়াম: ওয়েসট বেঙ্গল পুলিশ।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব

নোটিস

১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর হইতে বিজয়ী ভারতীয় টীম এবং অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের মধ্যে ইডেন গার্ডেনস-এ অনুষ্ঠেয় আসন্ন এগজিবিশন ক্রিকেট ম্যাচের জন্য ৮ টাকা এবং ১২ টাকার খুবই সীমিত সংখ্যক সীজন টিকিট সদস্যদিগের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

আগ্রহী সদস্যদিগকে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ হইতে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ২টা ও সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হাল সময়ের মেম্বারশিপ কার্ডসহ টিকিটের আবশ্যক মূল্য ক্লাব টেণ্টে জমা দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ এস সি মিত্র
অনাঃ জেনারেল সেক্রেটারী
২৩-১২-১৯৭১
(৮১৭৪)

রবিবাসর

রবিবার নাট্যকার মন্মথ রায়ের আহ্বানে গোরাচাঁদ বসু রোডে রবিবাসরের ৪২-তম বার্ষিক প্রথম অধিবেশন সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারতবর্ষের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সভায় দুটি ছোট-গল্প পাঠ করেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী এবং 'জরাসন্ধ'। 'বনফুল' একটি হাসির নাটিকা পাঠ করেন। এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আশাপূর্ণা দেবী, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণধন দে, সৌরীন দে, গোপাল ভৌমিক, বেলা দেবী, বিভা সরকার এবং সুধীর বসু ও মনোমোহন ঘোষ সামাজিক নকসা পাঠ করেন।

বড়দিনে কেক, পেষ্ট্রী জলযোগ
(৭৭৩০এ)

নয়াদিল্লি, বোম্বাই, কলিকাতা, লণ্ডন, বেইরুট, তেহরানে পুরাদস্তুর অফিস এবং সারা পৃথিবীতে অ্যাসোসিয়েট আছে, এইরূপ একটি ভারতীয় অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী তাঁহাদের ঢাকার (বাংলা দেশ) প্রস্তাবিত অফিস দেখাশোনার জন্য চান একজন

সিনিয়র এক্সিকিউটিভ

ঢাকাস্থিত স্থানীয় বা ফরেন এজেন্সীসমূহের অন্তত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আবেদন করিতে পারেন। দরখাস্ত গোপন রাখা হইবে: বক্স নং ৮১৪৬, আনন্দবাজার, কলি—১
(এ)

এই মনমাতানো ফিলিপস্ ট্রানজিস্টর কথা দিচ্ছে, আপনাকে সারা দুনিয়ার স্টেশন ধরে শোনাবে।

(এর যে কথা সেই কাজ।)

কথা দেওয়া সহজ।
কথা রাখা সহজ নয়।

শুনছেন তো আপনি?

ফিলিপস্ প্রিন্স ডি লাক্স॥
সবচেয়ে শক্তিশালী ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর ২১০/-টাকা*
* এক্সাইজ সমেত। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত।

(ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড)

ফিলিপস্

না! না!! না!!! না!!!!

Yera

স্বচ্ছ, চকমকে
বুদবুদহীন
কাঁচের সামগ্রী...
প্রথম দর্শনেই
আপনার
ভালো লাগবে।

তৈরী করেছেন অ্যালেমবিক গ্লাস ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বরোডা

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

এস্ এফ্ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রবেশিকা
ডাঃ আদিত্য নাথ বসুমল্লিক
নমুনা পুস্তক পাঠান হয়েছে, যদি পেয়ে না থাকেন অনুগ্রহ করে লিখুন—
বিবেকানন্দ বুক এজেন্সী
৭১/২বি, বিধান সরণি কলিকাতা-৬
(সি ৬৯০৮)

ফারপো'র
বড়দিনের কেক্
প্যাটিস, মটন, চিকেন রোল, রুটি এবং ফারপোর যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায়।
এজেন্ট—ব্লু-বার্ড
৩নং ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিঃ-১
(সি ৭১৩৯)

Alpine
কিনুন
দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

এ্যালপাইন ডেয়ারী

পাক-সেনারা কোটি কোটি টাকার নোট পুড়িয়েছে

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—পাক দখলদার বাহিনী নবোদিত রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিল গত ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর। তারা ওই দু দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিংয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে প্রায় একশ' কোটি টাকা মূল্যের নোট।

শুধু তাই নয়, ওদের ছিল আরও হাজার রকমের কুমতলব। যেমন, অন্য সব ব্যাঙ্কেরও মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলা, স্টেট ব্যাঙ্ক বিলডিংটিকে উড়িয়ে দেওয়া এবং কয়েকটি ব্যাঙ্কের একেবারে উপরের সারির অফিসারদের খতম করে ফেলা।

এই পরিকল্পনার একটি ব্লু প্রিনট থেকেই এই মতলবগুলির কথা ফাঁস হয়। তার থেকে দেখা যায়, এই মতলব হাসিল করার কথা ছিল তিনটি পর্যায়ে।

গত ১৫ ডিসেম্বর : রাত্রে যখন ভারতীয় সৈন্য দল ও মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ঠিক তখনও পাক সেনাবাহিনীর অফিসাররা মতিঝিলে স্টেট ব্যাঙ্কের বিলডিংয়ে যান। এবং ম্যানেজারকে ভল্ট খোলার হুকুম করেন।

ম্যানেজার সরকারী আদেশ না থাকায় হুকুম পালন করতে অস্বীকৃত হলে করনেল আজিজের পরিচালনায় সৈন্যরা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। —ইউ এন আই

সই জাল করে ৩ লাখ টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার ৫

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীঅরুণ রায়ের সই জাল করে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইস্পাত ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, গত আট মাসে এইভাবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে।

ঢাকা এখন অনেক স্বাভাবিক

বরুণ সেনগুপ্ত

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর—ঢাকা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিদেশী বেতারে অবশ্য শুনি, ঢাকায় বিরাট অরাজকতা চলছে। আমরা যারা বাংলাদেশের রাজধানীতে রয়েছি তারা কিন্তু এখন আর কোনও অরাজকতা দেখতে পাচ্ছি না। বন্দুক-রাইফেল-মেশিনগান নিয়ে যার তার ছোটাছুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাল এবং আজ এখনও পর্যন্ত একটিও আচমকা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই নি।

ঢাকা যে এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে নি তার কয়েকটি বিশেষ কারণ রয়েছে। প্রথম বড় কারণ, ঢাকার অধিকাংশ দোকান-রেস্তোরা পেট্রোল পাম্প এখনও খোলে নি। ঢাকা শহরের দোকান-পাটের শতকরা ৭৫টিই ছিল অবাঙালীদের। এরা অনেকে পালিয়েছে। যারা আছে তারাও বেরিয়ে এসে দোকানপাট খুলতে ভরসা পাচ্ছে না।

বাঙালীদের সব দোকানপাট কিন্তু খুলে গিয়েছে। মায় শহরের বহু ফার্নিচারের দোকান। বাটার জুতোর দোকানও খুলেছে সর্বত্র।

দ্বিতীয় বড় কারণ ঢাকার সঙ্গে গোটা রাষ্ট্রের এবং বিদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি। পাকিস্তানীরা পালাবার সময় অধিকাংশ পুল ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। তাই ট্রেন বা বাস সার্ভিস এখনও পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয় নি। কাল থেকে শহরের দু একখানা দোতলা বাসও চলছে। আজ সকালে মুলসানের কাছে দেখলাম ছোট ট্রেন বোঝাই হয়ে লোক আসছেন শহরে। ট্রেনের ছাতেও লোক বোঝাই।

ঢাকা বিমানবন্দর বোমার আঘাতে এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, এখনও পর্যন্ত হেলিকপটার, ক্যারিবু এবং খুব ছোট ডাকোটা ছাড়া কিছুই ঢাকা বিমানবন্দরে নামতে পারছে না। বিমানবন্দরের মেরামতি দ্রুত গতিতে চলছে। আশা করা যাচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের সারভিস চালু হবে।

তৃতীয় বড় কারণ হল, পেটরোলের অভাব। শহরের অধিকাংশ পেটরোল পামপই ছিল অবাঙালীদের। বাঙালীদের কিছু কিছু পামপ ছিল। তাঁরা খুলেছেন। কিন্তু ঢাকায় পেটরোলের এত অভাব যে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব পামপ শুকিয়ে গিয়েছে। লাইনে শত শত গাড়ি দাঁড়িয়েছে। এত গ্যালন দু' গ্যালন করে তেল দেওয়া হয়েছে। তেলের অভাবে ট্যাক্সি, বাস এবং বহু ফেরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঢাকার অবস্থা অস্বাভাবিক বলা চলে না। রাস্তাঘাটে নির্ভয়ে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শহরে জল আছে, আলো আছে। হাসপাতাল চলছে। গত দুদিন দেখলাম, রাত্রেও রাস্তায় বেশ লোক। পরশু প্রায় রাত ন'টা নাগাদ ধানমণ্ডি থেকে ফিরছিলাম। দেখলাম রিকসা করে মহিলা এবং পুরুষরা ফিরছেন। কাল সন্ধ্যায় পুরনো ঢাকা শহরে গিয়েছিলাম—বেশ জমজমাট ভাব। রাস্তায় বাজার বসে গিয়েছে। ফেরিওয়ালারা কলা, বাদাম ভাজা, গামছা প্রভৃতি বিক্রি করছেন। সু সাইন বয়রাও রয়েছেন।

কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে বা তারও আগে যে সব বাঙালী শহর ছেড়ে দূরে পালিয়ে গিয়েছিলেন যানবাহনের অভাবে তাঁরা সবাই এখনও ফিরতে পারছেন না। বেশীই গিয়েছিলেন আরিচাঘাট পেরিয়ে ফরিদপুরের দিকে। আরিচা-গোয়ালন্দ বড় ফেরি—এখনও চালু হয় নি। বড় ফেরি স্টিমারগুলিতে পাকিস্তানী সৈন্য চলাচল করত। কার্যত গোটা বাংলাদেশের সব স্টিমার, লঞ্চই তারা দখল করে নিয়েছিল। তার অনেকগুলিই ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত। পদ্মা ও যমুনার উপর ছোট ছোট নৌকা লোক পারাপার করছে। কিন্তু স্টিমার বা লঞ্চ ফেরি নেই। কালি গঙ্গার উপর ফেরি আছে। কিন্তু পেটরোলের অভাবে লগি মেরে ফেরি-বোট চালাতে হচ্ছে; ফলে সময় লাগছে অনেক বেশি।

কাল আমরা ঢাকা থেকে আরিচা ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলাম। দেখতে, ঢাকার বাইরে অবস্থাটা কেমন। আরিচা ঘাটে মাঝিরা বললেন, গোয়ালন্দ ঘাটে বহু গাড়ি অপেক্ষা করছে। খেয়া স্টিমার নেই। তাই ওপার থেকে তেমন লোক এদিকে আসতে পারছেন না। তবু দেখলাম ঘাটের হোটেলগুলি বেশ জমজমাট। ছোট নৌকায়ই বহু লোক ওপার থেকে আসছেন।

এদিকে একদল বিদেশী সাংবাদিক কিন্তু এই সুযোগেই খবর পাঠাচ্ছেন যে, ঢাকায় বিরাট অরাজকতা চলছে। দাঙ্গা হচ্ছে। ইত্যাদি। কাল গোটা শহর ঘুরে কিন্তু কোনও দাঙ্গার চিহ্ন দেখলাম না। এই সব সাংবাদিককে ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতরই বিশেষ বিমানে ও হেলিকপটারে সকলের আগে ঢাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

যেদিন পাক ফৌজ আত্মসমর্পণ করে সেই দিন থেকেই এই ব্যবস্থা। সেদিন কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে ঢাকায় প্রায় পনেরোজন সাংবাদিককে আনা হয়েছিল। তার মধ্যে দু'জন মাত্র ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিক একজন পি টি আই এবং আর একজন ইউ এন আই-এর। এখনও সেই ব্যবস্থাই চলছে। ভারতীয় সাংবাদিকরা যাঁরা ঢাকা পৌঁছেছেন তাঁরা অনেকেই নিজ চেষ্টায়। বিদেশীদের প্রায় পঞ্চাশ-জনকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এবং তাঁরা এসে উল্টো খবর দিচ্ছেন। বলছেন, ঢাকায় অরাজকতা। তাঁদের কেউ কেউ আবার খবর পাঠানো ছাড়াও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গতিবিধি দেখে সেইটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁরা খবর পাঠাচ্ছেন যে যার নিজ নিজ দূতাবাসের নিজস্ব বেতার ব্যবস্থা মারফৎ।

আমরা কাল মীরপুর-মহম্মদপুর অঞ্চল দিয়েই আরিচাঘাটে গিয়েছিলাম। বিহারী এলাকা মীরপুরের মোড়ে দেখলাম, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এবং মুক্তিবাহিনীর সৈনিকরা। শহরে ঢুকতে ও বেরতে প্রত্যেকটি গাড়ি তল্লাসি করা হচ্ছে। কেউ অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে বা আসছে কিনা। ভারতীয় জওয়ানরা জানালেন, তাঁদের উপর কড়া হুকুম, যাতে কেউ মীরপুর-মহম্মদপুরের দিকে হামলা করতে না যায়। তাঁরা কাউকে ঢুকতেও দিচ্ছেন না। রেগুলার মুক্তিবাহিনীর লোকজন ছাড়া আর সবাইর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্রও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা সর্বত্রই চলছে।

শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে দেখলাম, জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দোকানপাট সব খুলে গিয়েছে। হাট বসেছে। মাঠে চাষী চাষ করছেন। খালে বিলে শত শত লোক জাল ফেলে, পোলো চেপে মাছ ধরছেন। বড় রাস্তার পাশের গ্রামগুলিতে মেয়েরা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। পুকুরে সবাই স্নান করছে। জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মাণিকগঞ্জে দেখলাম, সাব-ডিভিশনাল আদালতও বসে গিয়েছে। খেয়ার উপর এবং পথে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল, যারা বাসের অভাবে হেঁটেই নিজ নিজ কর্মস্থলে যাত্রা করেছেন। নয়ারহাট থেকে অবশ্য ঢাকা পর্যন্ত বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ধামরাইর ঘাটে দেখলাম, মুক্তিবাহিনীর লোকেরা ঢোল পিটিয়ে বলছে, যদি এর আগে কেউ কিছু লুঠ করে থাক তো ফেরৎ দাও। না হলে পরে কারোর কাছে লুটের মাল পাওয়া গেলে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে।

ঢাকা থেকে আরিচা ঘাট ৫৫ মাইল পথ। দেখলাম, সবাই বেশ খুশী। স্বাধীন বাংলা হয়েছে, এখন আর তাদের কাউকে ভয় নেই। এখন তাঁরা সবাই খুশী।

ধলেশ্বরী নদীর তীরে এক মধ্য বয়স্ক চাষীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম : এখন কী মনে হয়, কন দেখি।

হেসে বললেন : যারে চাইছি তারে পাইছি—এখন দেখি আল্লার কী করেন।

বিশ্বভারতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ডাক ও তার বিভাগ আগামীকাল ২৪ ডিসেম্বর এই বিশেষ ডাক টিকিট বের করবেন।

পৌষ উৎসবের আজ উদ্বোধন

শান্তিনিকেতনে তিনদিনব্যাপী পৌষ উৎসবের আজ (বৃহস্পতিবার) উদ্বোধন। সকাল সাড়ে সাতটায় উপাসনা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সত্তর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সকাল সাড়ে নটায়। ওই অনুষ্ঠানেই পাঠভবন-শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীদের নিদর্শন-পত্র দান করা হবে। বিকাল তিনটায় আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠান।

বন্ধ কারখানা আইন নিয়ে রাজ্য সভায় আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর—বন্ধ কারখানা খোলার ব্যাপারে সরকার যে আইন করছেন, তার কয়েকটি ধারা শ্রমিক-বিরোধী—এই অভিযোগ এনে কয়েকজন সদস্য আজ রাজ্যসভায় তীব্র সমালোচনা করেন। বিরোধিতা এতই চরম হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত বিলটি প্রথমবার পড়বার পর ডিভিশনের দাবি ওঠে। রাজ্যসভায় শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনটি সাধারণভাবে অনুমোদিত হয়—তবে, তা ৫৩-২৪ ভোটে সংশোধিত হয়েছে। নব কংগ্রেসের দুই সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরা এবং শ্রী এ পি জৈন বিরোধী ভোট দিয়েছেন।

সরকার যখন কোন বন্ধ কারখানার ভার নেবেন—তখন, সর্বনিম্ন মজুরি আইন, শিল্পসংস্থায় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্ট্যানডিং অরডার এবং শিল্প বিরোধ আইন কার্যকর হবে না বলে ওই বিলে যেসব ধারা ছিল—সেগুলি সম্পর্কেই আপত্তি ওঠে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বাজেট অনুমোদিত

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর—গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের বাজেট কমিটিতে ১৯৭২ সালে ওই সংস্থার জন্য ২১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের (প্রায় ১৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা) বাজেট অনুমোদিত হয়। ১৯৭১ সালের তুলনায় আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেশি।

এই বাজেট প্রস্তাব ৫৫—৮ ভোটে গৃহীত হয়। ৭টি সদস্য-রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ব্রিটেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রানস ভোটদানে বিরত থাকে। —রয়টার

জানুয়ারিতে বইয়ের দোকানে ছুটির নিয়মবিধি শিথিল

স্টাফ রিপোরটার

জানুয়ারি মাসের জন্য বইয়ের দোকানগুলিকে সাপ্তাহিক ছুটি ও বন্ধ করার সময়ের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার বলেছেন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মানুষের বই কেনার সুবিধার জন্যই তাঁরা বইয়ের দোকানের কাজের সময় সম্পর্কে নিয়ম শিথিল করলেন। ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বইয়ের দোকানগুলি বেশি সময় পর্যন্ত খোলা রাখা চলবে।

অন্নপূর্ণা অয়েল মিল
খাঁটী সরিষার তৈল
মিলে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৪

শোক-সংবাদ

কাকদ্বীপ থানার কোতলা গ্রামের গুণধর দাস (৭০) গত ১০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। খুব সাহসী বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও চার পুত্র বর্তমান।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ২২ ডিসেম্বর—আগামী কাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ১০ টাকা ৩৫ পয়সা বহাল থাকবে।

ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটস্ তাঁদের জন্য যাঁরা চান সুন্দর জীবন-যাত্রায় স্বতন্ত্র রুচি
সৌখীন ফিনিশ। অতুলনীয় সৌন্দর্য। স্থায়ী শোভা—এসবই হ'ল হলিউডের বিশেষত্ব। অনেক আন্তর্জাতিক রংয়ে ও ডিজাইনে এই নতুন সারফেস উপকরণ পাওয়া যায়, যা যেকোনো ঘরের ভেতরের চমক বাড়িয়ে তোলে…এবং যা সকলের পক্ষে কেনা সম্ভব।
হলিউড
অপূর্ব সুন্দর ডেকরেটিভ ল্যামিনেটস্
রেজিষ্টার্ড অফিস ও কারখানা: মহাত্মা গান্ধী রোড, বিলিমোরা (গুজরাট)
everest/224b/WP ben
শাখা : ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১। ফোন : ২৩-৯৯১০।
ডিস্ট্রিবিউটরস :—ল্যামিনেট এণ্টারপ্রাইজ, ৩২-সি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১২। ফোন : ২৪-১৬৬৩।
এবং সমস্ত প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ডীলার।

সকলেরই পোষায়...
দি সেঞ্চুরি স্পিঃ এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ
বোম্বাই-২৫ ডিভি
সেঞ্চুরি শাড়ী
সেঞ্চুরি—১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

Adroit CM 115-Ben
সেলিং এজেন্ট : মেসার্স রাধেশ্যাম কৃষ্ণকুমার অ্যাণ্ড কোং, ১৯৬ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭।
অনুমোদিত রিটেলার : ফ্যাব্রিক হোম, ৪৬ রফি আমেদ কিদোয়াই রোড (পার্ক স্ট্রীট ক্রসিং) কলিকাতা—১৬।

সকলের মুখে মুখে উইণ্ডসর ফিল্টার

কারণ কি জানেন? এর স্বাদ
ফিল্টার বলতেই উইণ্ডসর। নামডাক কি এমনিতে হয়! উইণ্ডসর খেয়ে দেখুন। ভার্জিনিয়া তামাকে তৈরি এই সিগারেটের যেমন স্বাদ তেমনি আমেজ। পাকা হাতের ব্লেণ্ডিং-এর দরুন উইণ্ডসর ঠিক আপনার মনের মতন করেই তৈরি। তা ছাড়া এর নিখুঁত ফিল্টার তো আছেই।
ব্রাসেলস্ (দুবার) ও রটারডামের (একবার) বিশ্ব (মন্দ্) নির্বাচনে পর পর তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার উইণ্ডসর পেয়েছে এই গুণমানের জন্যেই।
এবার আরও ভালো উইণ্ডসর ফিল্টার
সর্বোচ্চ মূল্য ৭৫ পয়সায় ১০টি; ১.৫০ পয়সায় ২০টি (স্থানীয় কর স্বতন্ত্র)
ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
WDC-2/71 BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার।